

আমার বাংলা বই



তৃতীয়
শ্রেণি



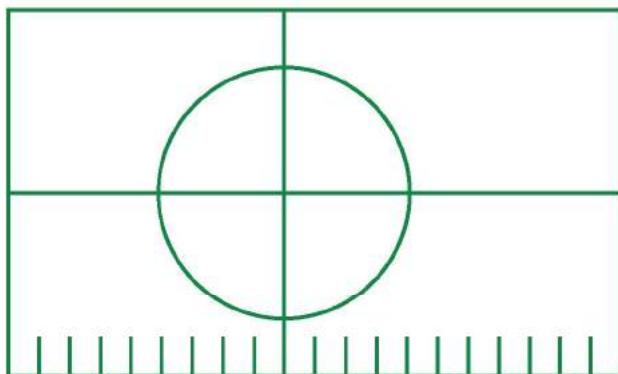
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি
ভরাট বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $10 : 6$ । অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য 305 সেমি (10 ফুট) হয়, প্রস্থ 183 সেমি (6 ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের 20 ভাগের 9 ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

305 সেমি \times 183 সেমি ($10' \times 6'$)

152 সেমি \times 91 সেমি ($5' \times 3'$)

76 সেমি \times 46 সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

আমার বাংলা বই

তৃতীয় শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনায়

শফিউল আলম

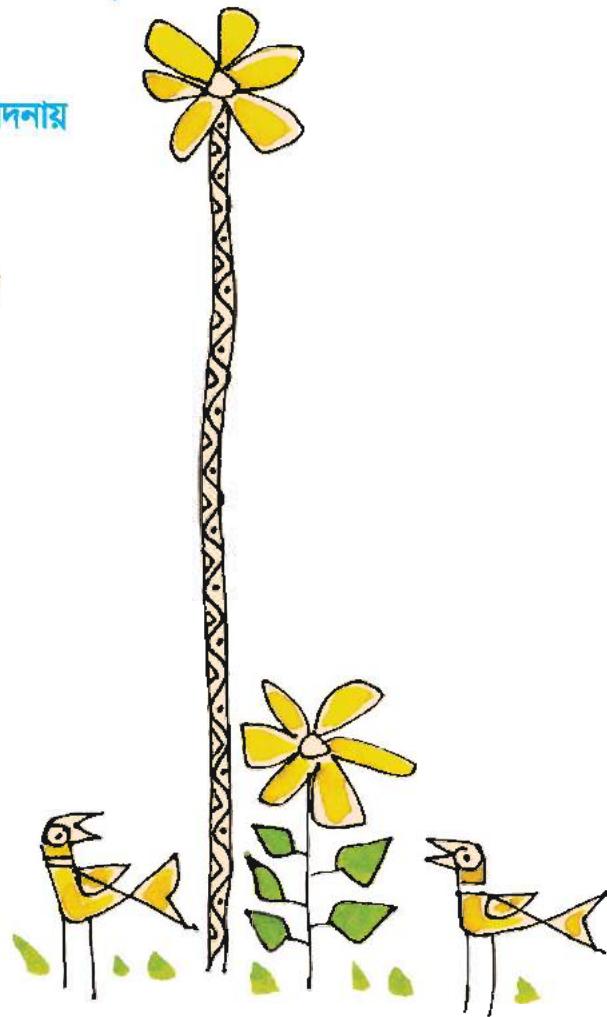
ড. মাহবুবুল হক

ড. সৈয়দ আজিজুল হক

নুরজাহান বেগম

শির্ষ সম্পাদনায়

হাশেম খান



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বব্রত সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিপ্লব। তার সেই বিশ্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষার্থীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিশ্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বাংলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দয় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রশংসন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠ যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সাবলীল বাক্য। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলভিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনীযুক্ত কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আনন্দী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মানবীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেক্সই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যক্তিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জনাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহজ প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু জটি-বিচুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনযুক্ত ও যুক্তিসংজ্ঞত পরামর্শ উপরের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

তৃতীয় শ্রেণির বাল্লা পাঠ্যপুস্তকে ভাষা-শিখনে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পাঠ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, কজ্ঞান-নির্ভর ইত্যাদি বৈচিত্র্যময় পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষা-পরিম্বঙ্গ বিবেচনা করে পাঠ নির্বাচন ও উন্নয়ন করা হয়েছে। ভাষা-শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পর্যাপ্তিকে (Whole Language Approach) ভাষা-শিখনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির এ পর্যায়ে ভাষা-শিখনের বিশেষ করে পড়ার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রয়োজন হয়। এ পাঠ্যপুস্তকে ভাষা দক্ষতা হিসাবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক শিখন-অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত শিখন-শেখানো কৌশল ব্যবহার করবেন:

শোনা ও বলা

শ্রেণিকক্ষে শোনা ও বলা সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষক নিম্নলিখিত কাজগুলো করবেন:

- শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারে এমন শুন্তিগ্রাহ্য স্বরে, স্পষ্টভাবে ও প্রমিত উচ্চারণে কথা বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে শুনতে বলবেন;
- চিন্তার উদ্দেশ করে এমন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন;
- চিন্তা করতে ও পর্যাপ্ত কথা বলতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন;
- আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিমত, মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন।

পড়া

তৃতীয় শ্রেণি শেষে প্রত্যাশিত পর্যায়ে পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো:

- শুন্দ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়া;
- সঠিক উচ্চারণে শব্দ পড়া;
- শব্দের বানান, অর্থ ও বাক্য পড়া;
- সঠিক গতিতে বিরামচিহ্ন মেলে বাক্য পড়া ও অর্থোন্ধার করা;
- অনুচ্ছেদ পড়ে অর্থোন্ধার করা;
- পড়া সংশ্লিষ্ট শিখন অনুশীলনী সম্মান করা;
- যুক্তব্যজ্ঞন স্পষ্ট ও শুরু উচ্চারণে পড়া।

শেখা

শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় শিখতে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে শেখার কাজ এককভাবে করাতে পারেন। শিক্ষক জোড়ায় এমনকি দলেও শিক্ষার্থীদের শেখার কাজ করাতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমে শেখার কাজে শিক্ষার্থীদের নিজের মতামত নিজের ভাষায় শেখার দক্ষতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থীরা সহজে বাকে নিজেদের পছন্দমতো শব্দ দিয়ে শেখার কাজ শুরু করতে পারে।

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্দেশনা

ভাষা-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষে নিচের নির্দেশনা ব্যবহার করা যেতে পারে। শেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তক ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পাঠনের জন্য প্রতিটি পাঠের শেষে ভাষা-শিখনের জন্য সহায়ক কর্মকাণ্ড রয়েছে। পড়ার জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠ শেষে শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

প্রতিটি পাঠ পরিচালনার জন্য তিনটি পর্যায় থাকবে। পর্যায় তিনটি হচ্ছে:

পর্যায় ১: নির্ধারিত পাঠের অর্থ উধারের পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর নিজের আগ্রহ, বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে শিক্ষক ভাষা, শিখন-শেখানোর জন্য ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। এটি মূলত পাঠ ও পাঠ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রাথমিক পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।

পর্যায় ২: ভাষা-শিখন সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা শিখনের জন্য নির্ধারিত পাঠ ও পাঠসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের পর্যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ভাষাদক্ষতা হিসাবে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা-সংশ্লিষ্ট শিখন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে। শিক্ষক এ পর্যায়ে ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করবেন।

পর্যায় ৩: অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে নির্ধারিত পাঠ থেকে অর্জিত শিখন শিক্ষার্থীরা বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শিক্ষক জীবন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত শিখন ব্যবহারে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবেন। অর্জিত শিখন যাতে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে-তা এই পর্যায়ের শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। শেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনার তিনটি পর্যায় শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

১. নির্ধারিত পাঠের অর্থ উন্নয়নের পর্যায়

এ পর্যায়ে পাঠ পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন:

- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠ শুরু করা;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি বিশ্লেষণ করা;
- সম্ভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা আলোচনা করা;
- পাঠের শিরোনাম পড়তে বলা;
- পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কীভাবে পাঠের শিরোনাম প্রাসঙ্গিক সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাওয়া;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে শুধু সমষ্টি ও প্রমিত উচ্চারণে নির্ধারিত পাঠ পড়া;
- শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া ও পঠিত অংশের অর্থ অনুধাবন করার সুযোগ প্রদান;
- পাঠের নির্ধারিত অংশের মূল শব্দ চিহ্নিত করতে বলা ও সংশ্লিষ্ট বাক্য সরবে পড়তে বলা;
- প্রশ্ন করতে ও মতামত প্রদানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা।

২. ভাষা-শিখন সহায়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা পর্যায়

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শিক্ষক পরিচালনা করবেন। পাঠের শিখনফলের সাথে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শিখন-কর্মকাণ্ডের (learning activities) মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। ভাষা-শিখন সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সমূহ হচ্ছে:

- নতুন শব্দের অর্থ আলোচনা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা;
- যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ ও যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ গঠন;
- পাঠ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন-উত্তর বলা ও লেখা;
- বিপরীত শব্দ জানা ও বাক্য পর্যায়ে তা প্রয়োগ করা;
- জোড় শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি;
- বিনামিচ হিসাবে দাঁড়ি, কমা ও প্রস্তুচ সম্পর্কে জানা ও বাক্যে তা ব্যবহার করা;
- কথোপকথনতিত্বিক বাক্য বলা ও লেখা;
- ছবি দেখে বাক্য বলা ও লেখা;
- নির্ধারিত বিষয়বস্তু যেমন- নদী, ঝুঁতু, প্রিয় প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে একাধিক বাক্য লেখা;
- পাঠ্যগুন্তকের বাইরে সম-মানের গুরু, কবিতা পড়া।

উচ্চিত শিখন কর্মকাণ্ড শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাবে অংশগ্রহণ করবেন। প্রতিটি শিখন কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে শিক্ষক নির্ধারিত পাঠের সাথে শিখন কর্মকাণ্ডসমূহ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে পরিচালনা করবেন। শব্দের অর্থ আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানা, জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষক অর্থ আলোচনা করবেন। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংযোগিত শব্দে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ দেখিয়ে তারপর শিক্ষক সংযোগিত বর্ণ তেওঁে দেখাবেন। নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে একাধিক শব্দ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করবেন। শিক্ষার্থীদের থেকে নির্ধারিত যুক্তবর্ণ যোগে শব্দ সম্পর্কে শিক্ষক জানতে চাইবেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক দেয়ালে অর্থসহ নতুন শব্দ ও বিশ্লেষণসহ যুক্তবর্ণের তালিকা টানিয়ে রাখতে পারেন। নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণের দেয়াল তালিকা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিখনকে সহজ ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে। নতুন পাঠের সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ ও যুক্তবর্ণ শিক্ষক নিয়মিত তালিকায় যুক্ত করতে পারেন।

৩. অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের সক্ষমতা উন্নয়নের পর্যায়

এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন বাস্তবে প্রয়োগের পর্যায়। এ পর্যায়ে অর্জিত শিখনের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী নিজের ভাষায় লিখবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী মুক্তভাবে নিজের ভাষায় প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে লিখবে। পাঠের উন্নত লেখার সাথে এ ধরনের লেখার গার্থক্য হলো এ লেখা শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন ও অভিজ্ঞতা নির্ভর। এক্ষেত্রে লেখায় নিজের জানা শব্দ ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। পাঠে পড়ানো হয় নি এমন শব্দ যদি শিক্ষার্থী এ ধরনের লেখায় ব্যবহার করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। লেখায় সৃজনশীলতার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক প্রশংসন করবেন। লেখায় বানান ভুল করলে সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষক সুযোগ দেবেন। বানান সঠিক করার জন্য শিক্ষক প্রশংসন করবেন।

শিক্ষার্থী যখন নিজের ভাষায় লেখা শেষ করবে শিক্ষক তখন তা সরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পরস্পরের সাথে লেখা বিনিময় করবে এবং একে অপরের লেখা সরবে পড়বে।

ভাষা-শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন উদ্দেশ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে প্রত্যাশিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য শিখন কর্মকাণ্ড শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করাবেন। ভাষাদক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সামগ্রিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের দিকটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। ভাষা, শিখন-শেখানো কর্মকাণ্ড পরিচালনায় শিক্ষক যেকোনো ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। শ্রেণিকক্ষের প্রতিটি কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিখনের জন্য যেন সহায়ক হয় শিক্ষক সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মাঝে সংগঠিত সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক কর্মকাণ্ড ভাষা-শিখনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই ভাষা, শিখন-শেখানোর সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক মিথস্ক্রিয়মূলক (interactive) কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন, যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার অবাধ সুযোগ বজায় থাকবে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক একটি সক্রিয় শিখন পরিবেশে ও শিক্ষার্থীর জীবন-ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে ভাষা-শিখন শিক্ষার্থীদের বাস্তবমূল্য ও কার্যকর ভাষাদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।



সূচিপত্র

বিষয়

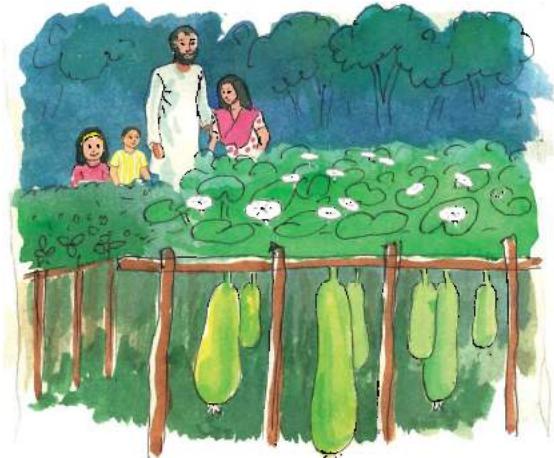
	পৃষ্ঠা
১. ছবি ও কথা	১
২. আমাদের এই বাংলাদেশ	৫
৩. রাজা ও তাঁর তিন কন্যা	৮
৪. হাটে যাবো	১৪
৫. ভাষাশহিদদের কথা	১৬
৬. চল চল চল	২২
৭. স্বাধীনতা দিবসকে ধিরে	২৬
৮. কুঁজো বুড়ির গল্প	৩২
৯. তালগাছ	৩৮
১০. একাই একটি দুর্গ	৪২
১১. আমার পণ	৪৮
১২. পাখিদের কথা	৫২
১৩. আমাদের গ্রাম	৫৯
১৪. কানামাছি তোঁ তোঁ	৬২
১৫. আদর্শ ছেলে	৬৮
১৬. একজন পটুয়ার কথা	৭২
১৭. ঘুড়ি	৭৭
১৮. স্টিমারের সিটি	৮০
১৯. পাল্লা দেওয়ার খবর	৮৬
২০. বড় কে?	৯০
২১. নিরাপদে চলাচল	৯৪
২২. খলিফা হ্যারত আবু বকর (রা)	৯৯
● শব্দের অর্থ জেনে নিই	১০৮

ছবি ও কথা

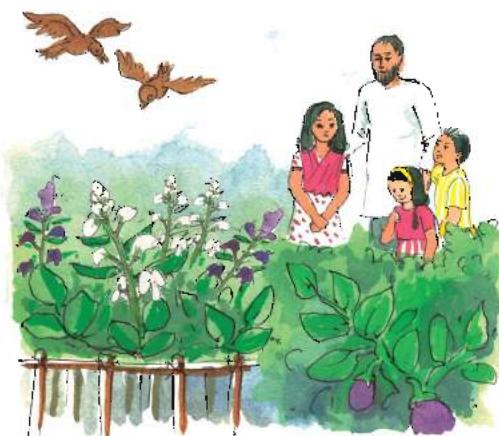
আমাদের বন্ধুরা



ঐশ্বী আৱ ওমৱ এসেছে খালুৰ বাড়িতে ।
খালু ওদেৱকে তাঁৰ সবজি ও ফল বাগান
দেখাবেন । খালাতো বোন সীমা আপাও
সাথে আছে ।



বাড়িৰ পাশেৱ সবজি বাগানেৱ একদিকে
আছে লাউ । লাউয়েৱ মাচায় ঝুলছে লাউ ।
সবুজ পাতাৰ মধ্যে দুলছে সাদা ফুল ।



শিমেৱ মাচার উপৱ শিম । শিমেৱ
অপৰূপ সুন্দৰ সাদা ও বেগুনি ফুল ।
চড়ুই, শালিক মাচার উপৱ উড়ছে ।



মাচার পাশেৱ বেগুনখেতও ফুলে ভৱা ।
টুণ্টুনি পাখি ফুলেৱ উপৱ উড়ছে । হলুদ
ও সাদা প্ৰজাপতি আৱ লাল ফড়িং
উড়াউড়ি কৱছে ।



ঐশী আর ওমর যেমন অবাক, তেমনি
খুশি। খালু বললেন, “পাখিরা শস্যদানা ও
কীটপতঙ্গ খায়। অনেক পাখি আবার
মধুও তালোবাসে।”



ওরা দেখল, আমগাছের ডালে বড়
একটা মৌচাক। খালুর কাছে শুনল
মৌমাছি, পিপড়ে ও পাখিরা গাছের
অনেক উপকার করে।



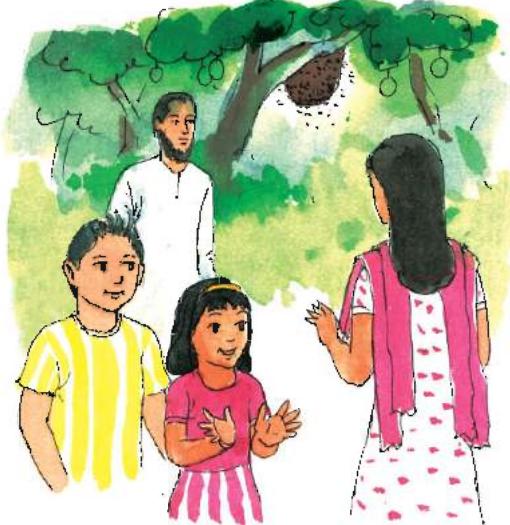
পাখি, পিপড়ে ও মৌমাছিরা ফুলে ফুলে
ঘুরে বেড়ায়। মৌমাছিরা ফুল থেকে
মধু আহরণ করে।



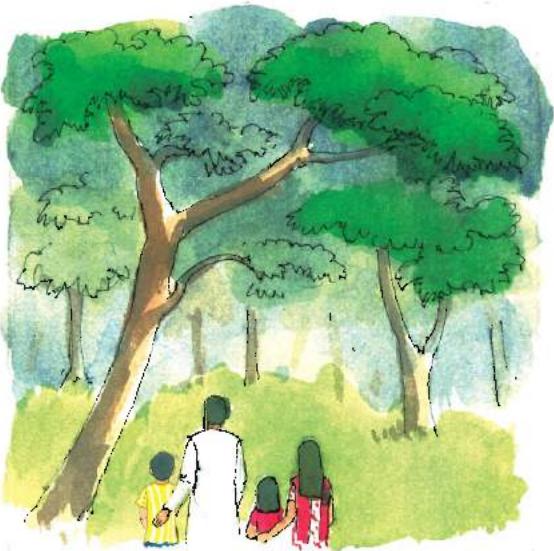
আমগাছ দেখিয়ে খালু বললেন, “এখন
গাছে মুকুল হয়েছে। কিছুদিন পর
এগুলো আমের গুটিতে পরিণত হবে।”



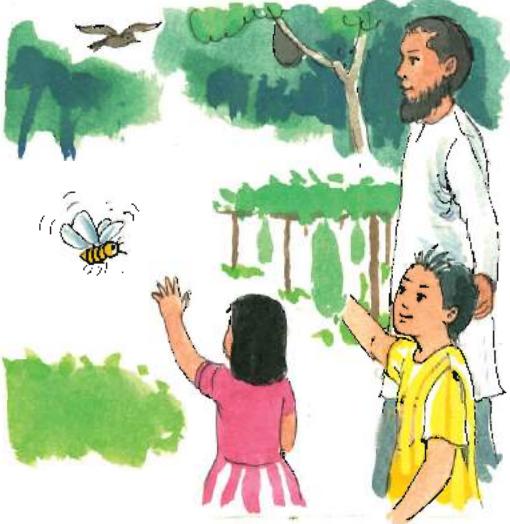
ফল বাগানের কাছে গিয়ে সীমা আপা
বলল, “গাছ আমাদের উপকার করে।
একটু ভেবে বলো তো কীভাবে?”



ঐশ্বী খুশিতে হাততালি দিল। বলল,
“আমি জানি, আমরা তো গাছ থেকে
কতো রকমের খাবার পাই। খড়ি আর
কাঠও পাই।”



খালু বললেন, “ঠিক তাই। তবে গাছ
আমাদের বেশি উপকার করে অঙ্গিজেন
দিয়ে। অঙ্গিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে
পারি না।”



ওরা সবাই বাগানের দিকে তাকাল।
দেখল, বাতাসে গাছের ডাল দুলছে।
পাখি, মৌমাছি উড়ছে ও ফুলে বসছে।
সবাই যেন সবার কতো আপনজন।

ছবি দেখি। ছবি নিয়ে ভাবি। বাক্য বলি ও খাতায় লিখি





আমাদের এই বাংলাদেশ সৈয়দ শামসুল হক

সূর্য ওঠার পূর্বদেশ
বাংলাদেশ !
আমার প্রিয় আপন দেশ
বাংলাদেশ !
আমাদের এই বাংলাদেশ !

কবির দেশ বীরের দেশ
আমার দেশ স্বাধীন দেশ
বাংলাদেশ !

ধানের দেশ গানের দেশ
তেরোশত এ নদীর দেশ
বাংলাদেশ !

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
মা শেখালেন মাতৃভাষা
মিষ্টি বেশ !

মনের ভাষা জনের ভাষা
এই ভাষাতে ভালোবাসা
মায়ের দেশ !
বাংলাদেশ !

আমাদের এই বাংলাদেশ !

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।
 পূর্বদেশ প্রিয় আপন কবি বীরে স্বাধীন জন

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আপন কবি পূর্বদেশে বীরের স্বাধীন

ক. সৈয়দ শামসুল হক একজন।

খ. সূর্য ওঠে।

গ. আমরা দেশের মানুষ।

ঘ. আমরা সবাই কাজ করি।

ঙ. বাংলাদেশ অনেক জন্মভূমি।



৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সূর্য ওঠার পূর্বদেশ কোনটি?

খ. কোন দেশ নদীর দেশ?

গ. কে মাতৃভাষা শেখালেন?

ঘ. মায়ের ভাষাকে মিষ্টি বলা হয়েছে কেন?



৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

সূর্য	ৰ	্য	্য	কাৰ্য, ধৈৰ্য
পূর্ব	ৰ	্	্ব	গৰ্ব, সৰ্ব
স্বাধীন	ৰ্ব	স	ব	স্বৰ, স্বদেশ
মিষ্টি	ষ্ট	ষ	ট	কষ্ট, চেষ্টা

জেনে রাখি।

ব্যঞ্জনবর্ণে **ৱ** যুক্ত হলে তা রেফ (‘) চিহ্ন হয়ে যায়। রেফ পরবর্তী বর্ণের মাথায় বসে।

৫. ডান দিক থেকে কবিতায় ব্যবহৃত ঠিক কথাটি নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ক. আমার প্রিয় | ঘাধীন দেশ / আপন দেশ |
| খ. কবির দেশ | বীরের দেশ / নদীর দেশ |
| গ. সূর্য ওঠার | বাংলাদেশ / পূর্বদেশ |
| ঘ. মনের ভাষা | বাংলা ভাষা / জনের ভাষা |
| ঙ. মা শেখালেন | মাতৃভাষা / ভালোবাসা |

৬. ঠিক উন্নরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশ কতো শত নদীর দেশ?

- | | |
|----------|---------|
| ১. এগারো | ২. বারো |
| ৩. তেরো | ৪. চৌদ |

খ. জনের ভাষা বলতে কবি কোনটিকে বুঝিয়েছেন?

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ১. মিষ্টি বাংলা ভাষা | ২. মায়ের মুখের ভাষা |
| ৩. সাধারণ মানুষের ভাষা | ৪. মানুষের মনের ভাষা |

গ. বাংলা কাদের মাতৃভাষা?

- | | |
|-------------|------------|
| ১. দেশবাসীর | ২. মায়ের |
| ৩. কবির | ৪. বাঙালির |

৭. কবিতাটি সবাই মিলে একসঙ্গে পড়ি।

৮. কবিতাটি না দেখে লিখি।

৯. বাংলাদেশ সম্পর্কে দুইটি বাক্য লিখি।

ରାଜା ଓ ତୀର ତିନ କନ୍ୟା



ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା ।

ଏକ ଛିଲ ରାଜା । ରାଜାର ଛିଲ ଏକ
ରାନ୍ତିମାଣୀ । ଆର ଛିଲ ତିନ କନ୍ୟା ।
ଶିମୁଳ, ବକୁଳ ଓ ପାରୁଳ ।

ତିନ କନ୍ୟାକେ ନିଯେ ରାଜା-ରାନ୍ତିମାଣୀର
ବେଶ ସୁଖେଇ ଦିନ କାଟିଛିଲ । ରାଜ୍ୟେ ଓ
ଛିଲ ସୁଖ ଆର ଶାନ୍ତି ।

ରାଜା ଏକଦିନ ଗଙ୍ଗା କରାଇଲେନ ।
ସଙ୍ଗେ ଛିଲ ରାନ୍ତିମାଣୀ ଆର ତିନ
କନ୍ୟା । ରାଜା ତୀର କନ୍ୟାଦେର
ଜିଜ୍ଞେସ କରାଲେନ ଏକ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ।

କେ ତୀକେ କୀ ରକମ ଭାଲୋବାସେ ?

ବଡୁ କନ୍ୟା ଶିମୁଳ । ସେ ଜବାବ ଦିଲ ପ୍ରଥମେ । ବଲଲ, “ବାବା ଆମି ତୋମାକେ
ଚିନିର ମତୋ ଭାଲୋବାସି ।” ରାଜା ଏକଟୁ ମୁଢକି ହାସଲେନ ।

ମେରୋ କନ୍ୟା ବକୁଳ ବଲଲ, “ବାବା ଆମି
ତୋମାକେ ମିଷ୍ଟିର ମତୋ ଭାଲୋବାସି ।”

ରାଜାର ମୁଖେ ଆବାର ଦେଖା
ଗେଲ ହାସିର ରେଖା ।



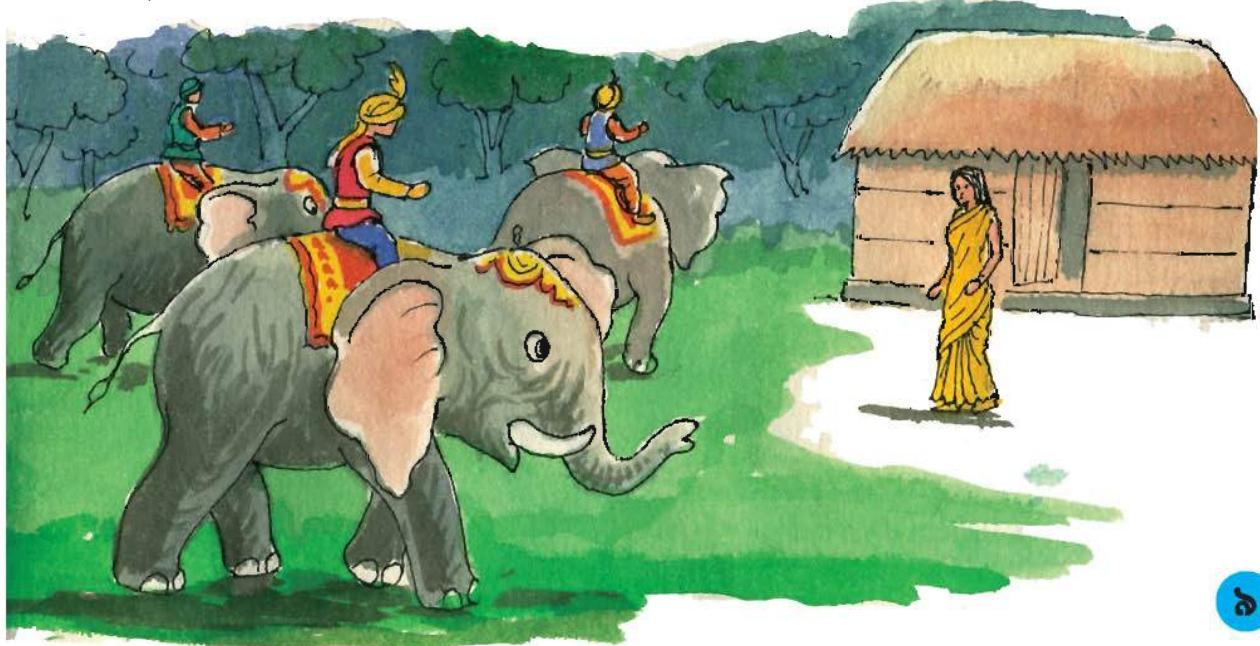
ছেট কন্যা পারুল। বলল, “বাবা আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।”
সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখ হয়ে গেল কালো। রানিও শুনে অবাক। এ কেমন
কথা! রাজা বেশ অস্থির। ডাকলেন উজির, নাজির ও সেনাপতিকে।

হুকুম দিলেন, “ছেট কন্যা পারুলকে বনবাসে দাও। তাকে গভীর জঙ্গলে
ফেলে দিয়ে এসো।”

রাজার হুকুম বলে কথা। না মেনে উপায় নেই। পরদিন পারুলকে পাঠানো
হলো বনবাসে।

গভীর অরণ্য। জন-প্রাণী নেই। পারুল একা বসে আছে। এমন সময়
কয়েকজন পরি এলো। পরিয়া বলল, “এই বনে তুমি একা কেন?”
পারুল সব ঘটনা খুলে বলল। পারুলের দুঃখের কথা পরিয়া বুঝতে পারল।
রাজার মেয়ে পারুলের জন্য তারা সুন্দর একটা বাড়ি তৈরি করল। পরিয়া
নানা ফুলের চারা এনে একটা বাগান বানাল। বনের পশুপাখি এলো
রাজার মেয়েকে দেখতে। হরিণ এলো, খরগোশ এলো, ময়ূর এলো।
তারাও রাজার ছেট মেয়ে পারুলের দুঃখ বুঝতে পারল। তারা পারুলের
জন্য এনে দিল নানা ফলমূল। পরিয়া এনে দিল মজার মজার খাবার।

গভীর অরণ্যে পারুলের দিন কাটিতে লাগল একা একা। মনে তার অনেক
দুঃখ। মা নেই। বাবা নেই। বোনেরা নেই।



একদিন রাজার খেয়াল হলো শিকারে যাবেন। রাজার খেয়াল মানে সহজ কথা নয়। উজির, নাজির, পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে বেরোলেন শিকারে। শিকারের খোজে ঘুরতে ঘুরতে পৌছলেন সেই গভীর অরণ্যে। রাজা তখন খুবই ক্ষুধার্ত।

সবাই দূরে দেখতে পেল একটা সুন্দর কুটির। সেই কুটিরে বাস করে এক সুন্দরী কন্যা। রাজার লোকেরা তাকে বলল, “রাজা খুব ক্ষুধার্ত। তিনি খাওয়ার ইচ্ছা জনিয়েছেন।” পারুল বলল, “আপনারা একটু জিরিয়ে নিন।” সে রান্না করল পোলাও, কোরমা ও মাংস। নানা রকমের তরকারি। কিন্তু কোনো কিছুতে একটুও নুন দিল না।

এত রকমের সাজানো খাবার দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তাঁর জিতে এলো জল। রাজা খেতে বসলেন। খাওয়া শুরু করলেন। এটা নেন ওটা নেন। মুখে দিয়ে ফেলে দেন। সুন্দর রান্না তবে বেজায় বিষাদ। একটুও নুন নেই কোনো খাবারে। রাজা খুব বিরক্ত হলেন। নুন ছাড়া কি কিছু খাওয়া যায়? পারুল ছিল কাছেই। সে এগিয়ে এলো। বলল, “বাবা, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমার নাম পারুল। আপনার ছোট কন্যা। আপনি যাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন।”

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। নিজের আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর নুন দিয়ে রান্না করা হলো সব খাবার। রাজা মজা করে খেলেন।

এবার ফেরার পালা। রাজা তাঁর ছোট কন্যা পারুল আর হাতিঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলেন। পারুল ফিরে আসায় রাজ্যে সবার মুখে হাসি ফুটল। রানি খুশি হলেন। শিমুল, বকুল তাদের বোন পারুলকে ফিরে পেল। রাজ্যে সুখের সীমা রইল না।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

জবাব হাসির রেখা অস্থির হৃকুম বনবাসে অরণ্য জন-প্রাণী খেয়াল
উজির নাজির পাইক বরকম্বাজ জিরিয়ে বেজায় বিষাদ বিরক্ত
জিজ্ঞাসা ক্ষুধার্ত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হৃকুম অস্থির বেজায় জন-প্রাণী বরকম্বাজরা বিষাদ বনবাসে

ক. বিপদে হওয়া ভালো নয়।

খ. বাবা কাজটা করতে দিলেন।

গ. এ বছর শীত পড়েছে।

ঘ. চাঁদে কোনো নেই।

ঙ. নুন ছাড়া খাবার খেতে লাগে।

চ. রাজা মেয়েকে পাঠালেন।

ছ. জমিদার বাড়ি পাহারা দিত।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

কন্যা	ন্য	ন	ঝ	(য-ফলা)	বন্যা, বন্য
বরকম্বাজ	ব্র	ব	ম্ব		ছব্র, খব্র
প্রাণী	প্র	প	্ব	(র-ফলা)	প্রথম, প্রাণ
ক্ষুধার্ত	ক্ষ	ক	ধ		ক্ষমা, ক্ষণ
রান্না	ৱ	ৱ	ন		কান্না, পান্না

৪. শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক. বকুল বলল, “আমি তোমাকে মতো ভালোবাসি।”

খ. রাজা একটু হাসলেন।

গ. পারুলকে পাঠানো হলো।

ঘ. পারুল ফিরে আসায় রাজ্য সবার মুখে ফুটল।

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কে রাজাকে কী রকম ভালোবাসে – সে প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কন্যা কী বলল?

১. আমি তোমাকে নুনের মতো ভালোবাসি।

২. আমি তোমাকে মিষ্টির মতো ভালোবাসি।

৩. আমি তোমাকে চিনির মতো ভালোবাসি।

৪. আমি তোমাকে গুড়ের মতো ভালোবাসি।

খ. রাজার ছোট মেয়েকে বনের মধ্যে কারা বাড়ি বানিয়ে দিল?

১. রাজার লোকেরা ২. বনের পরিবা

৩. বনের পশুরা ৪. বনের পাখিরা

গ. “আমাকে চিনতে পেরেছেন?” – রাজাকে এ প্রশ্ন কে করল?

১. শিমুল ২. বকুল

৩. পারুল ৪. রানি

ঘ. রাজা খুব খুশি হলেন কেন?

১. সাজানো খাবার দেখে ২. ছোট মেয়েকে দেখে

৩. শিকার করতে এসে ৪. নানা ফলমূল খেয়ে

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি।

- ক. শিমুল, বকুল, পারুল - এদের পরিচয় কী?
- খ. মেয়েদের কাছে রাজার প্রশ্নটা কী ছিল?
- গ. শিমুল ও বকুলের উত্তর শুনে রাজা কী করলেন?
- ঘ.“তোমাকে আমি নুনের মতো ভালোবাসি” – একথা কে বলেছিল?
- ঙ. রাজা ছোট কন্যাকে কী করলেন?
- চ. বনে রাজার মেয়েকে কারা ফলমূল এনে দিল?
- ছ. খাবার মুখে দিয়ে রাজা বিরক্ত হলেন কেন?
- জ. তিনি কীভাবে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন?
- ঝ. রাজে আবার সুখ এলো কেন?

৭. উত্তরগুলো লিখি।

- ক. কার উত্তর শুনে রাজার মুখ কালো হয়ে গেল?
- খ. বনবাস বলতে কী বোঝায়?
- গ. পারুলের সঙ্গে দেখা করতে কারা এলো?
- ঘ. পারুল রান্নার সময় কোনো কিছুতে নুন দিল না কেন?
- ঙ. খাবার বিষাদ হয়েছিল কেন?
- চ. রাজা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন কেন?
- ছ. পারুল রাজে ফিরে আসায় কারা খুশি হলো?

৮. কথাগুলোর উত্তর জেনে নিই।

- ক. **উজির** শব্দের বদলে আমরা এখন কোন শব্দ ব্যবহার করি?
- খ. **পাইক** শব্দের বদলে আমরা এখন কী বলি?
- গ. **হুকুম** শব্দের মতো একই রকম আর কী কী শব্দ আছে?

মন্ত্রী

সৈন্য

আদেশ, নির্দেশ

৯. গল্পটি মুখে মুখে বলি।



ছড়া
হাটে যাবো
আহসান হাবীব

হাটে যাবো হাটে যাবো ঘাটে নেই নাও,
নি-ঘাটা নায়ের মাঝি আমায় নিয়ে যাও ।
নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো কতো কড়ি দেবে?
কড়ি নেই কড়া নেই আর কিবা নেবে?

সোনামুখে সোনা হাসি তার কিছু দিও ।
হাসিটুকু নিও আর খুশিটুকু নিও ।



অনুশীলনী

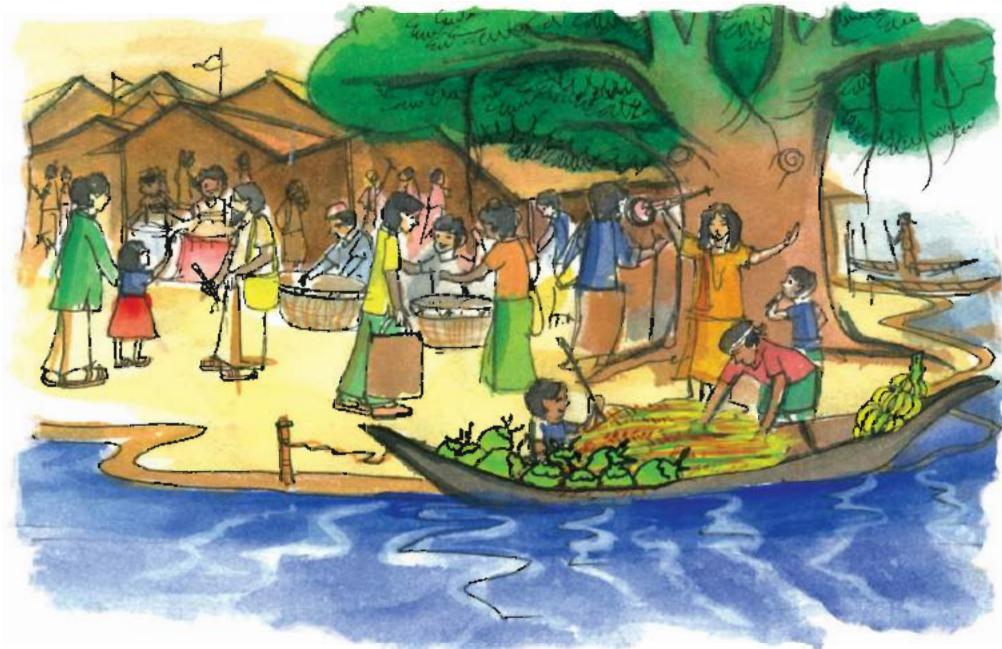
১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

নি-ঘাটা কড়ি নেই কড়া নেই

২. ছড়াটি মুখে মুখে বলি।

৩. আমার জানা আর একটি ছড়া বলি।

৪. ছবি দেখি। ছবিতে কে কী করছে তা মুখে মুখে বলি ও তিনটি বাক্যে লিখি।



ভাষাশহিদদের কথা

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখ। ১৯৫২ সাল। ফাল্বুন মাস। কোনো কোনো
গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে। কিছু কিছু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে।
পলাশ ফুল ফুটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। চারদিকে থমথমে ভাব। পুলিশ মিছিল করতে
নিষেধ করেছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছাত্রদের। পাকিস্তান
সরকার চায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বাঙালির মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে
চায়। কিন্তু ছাত্র-জনতা তা মানবে না। তারা মিছিল করবে। টগবগে
তরুণরা বেপরোয়া। প্রয়োজনে তারা জীবন দেবে। মাঝের ভাষার দাবি
ছাড়বে না।

মিছিল বের হলো। পুলিশ গুলি করল। গুলিতে নিহত হলেন রফিক, সালাম,
বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেকে। তাঁরা আমাদের ভাষাশহিদ।

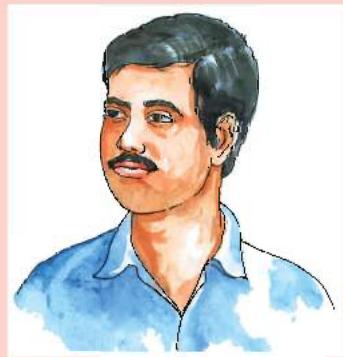


আবুল বরকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওই
দিন পড়ার টেবিল ছেড়ে ভাষার দাবিতে তিনি ছুটে
এসেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন মিছিলে। এক সময় মিছিলে
গুলি হলো। গুলি এসে লাগল তাঁর গায়ে। বন্ধুরা তাঁকে হাসপাতালে
ভর্তি করালেন। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হলো না।
রাতেই তিনি মারা গেলেন।



রফিকউদ্দিন আহমদ। বাড়ি মানিকগঞ্জে। কলেজের
পড়া শেষ না করে এসেছিলেন ঢাকায়। ঢাকার
বাদামতলীতে ছিল তাঁর বাবার ব্যবসায়। কিন্তু ওই দিন
তাঁর মন ব্যবসায়ে আটকে থাকে নি। তিনিও ভাষার
দাবিতে ছুটে এসেছিলেন মিছিলে। পুলিশের গুলি এসে
তাঁর মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান।

আবদুল জব্বার। ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে তাঁর বাড়ি। গরিব পরিবারের সন্তান তিনি। লেখাপড়ায় বেশি এগোতে পারেন নি। একসময় চাকরি নিয়ে চলে যান বিদেশে। অনেক দিন পর দেশে ফেরেন। ঢাকা এসেছিলেন অসুস্থ শাশুড়ির চিকিৎসার জন্য। ভাষার জন্য তাঁরও প্রাণ কেঁদেছিল। বাংলা ভাষার জন্য তিনিও মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশের গুলি এসে লেগেছিল তাঁর শরীরে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচাতে পারেন নি। রাতেই তিনি মারা গেলেন।



আরেক ভাষাশহিদের নাম আবদুস সালাম। ফেনী জেলায় তাঁর বাড়ি। তিনি ঢাকায় চাকরি করতেন। ভাষার টানে তিনিও গেলেন মিছিলে। একসময় পুলিশের গুলি এসে লাগল তাঁর শরীরে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসা চলল। তাঁকেও বাঁচানো গেল না।

এই ভাষাশহিদেরা মাতৃভাষাকে ভালোবাসতেন।

তাঁরা জীবন দিয়ে বাংলা

ভাষার সম্মান রক্ষা করেছেন।

তাঁদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা

রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। তাঁদের

ত্যাগের কথা ভুলে যাওয়ার

নয়। তাঁরা অমর। আমরা

কখনো তাঁদের ভুলব না।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

থমথমে মিছিল টগবগে বেপরোয়া হাসপাতাল ব্যবসায়
অসুস্থ মাতৃভাষা আআত্যাগ অমর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মিছিলে টগবগে হাসপাতালে মাতৃভাষা অমর বেপরোয়া

ক. তরুণদের মধ্যে সব সময় ভাব।

খ. ২১ শে ফেব্রুয়ারির খালি পায়ে যেতে হয়।

গ. অসুস্থ মানুষ ভর্তি হয়।

ঘ. বাংলা আমাদের।

ঙ. সবকিছুতে তার ভাব।

চ. দেশের জন্য যাঁরা প্রাণ দেন তাঁরা।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

ফাল্লুন	ফ	ল	ল	গ	বল্লা, ফল্লু
অসুস্থ	স্থ	স	স	থ	মুখস্থ, দুস্থ
সম্মান	ম	ম	ম	ম	আমা, সম্মতি
রাষ্ট্রভাষা	ষ্ট	ষ	ট	্র	(র-ফলা) উষ্ট্র, রাষ্ট্র

৪. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন –

- | | |
|---------|-----------|
| ১. রফিক | ২. সালাম |
| ৩. বরকত | ৪. জব্বার |

খ. রফিকের বাবা কী করতেন ?

- | | |
|-------------|-------------|
| ১. শিক্ষকতা | ২. ব্যবসায় |
| ৩. চাকরি | ৪. কৃষিকাজ |

গ. আবদুস সালামের বাড়ি কোন জেলায় ?

- | | |
|--------------|---------|
| ১. মানিকগঞ্জ | ২. ঢাকা |
| ৩. ময়মনসিংহ | ৪. ফেনী |

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. কিছু কিছু গাছে নতুন গজিয়েছে।

মাতৃভাষাকে

খ. পুলিশ করতে নিষেধ করেছে।

পাতা

গ. টগবগে তরুণরা ।

বেপরোয়া

ঘ. এই ভাষাশহিদেরা ভালোবাসতেন।

মিছিল

৬. নাম বোঝায় এমন শব্দ লিখি।

মাসের নাম

ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুন

ফুলের নাম

.....

জায়গার নাম

.....

৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সন্তুষ্টি
অসন্তুষ্টি

জীবন
মরণ

নতুন
পুরানো

ক. ভাষার দাবিতে ছাত্ররা দিয়েছিলেন।

খ. গেথাপড়া না করে ভালো ফলাফল করা।

গ. বসন্তকালে গাছে পাতা গজায়।

৮. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. ছাত্র-জনতা কী দাবি জানিয়েছিল?

খ. পাকিস্তানিরা কী চেয়েছিল?

গ. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কে কে শহিদ হয়েছিলেন?

ঘ. ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের আমরা কী নামে ডাকি?

ঙ. রফিকউদ্দিন আহমদ কেন ঢাকায় এসেছিলেন?

চ. আবদুল জব্বারের বাড়ি কোথায়?

ছ. ভাষাশহিদেরা কেন জীবন দিয়েছিলেন?

জ. ফেব্রুয়ারি মাসে ফোটে এমন তিনটি ফুলের নাম লিখি।

ঝ. ভাষাশহিদেরা কেন অমর?



৯. নিচের শব্দগুলো দিয়ে মুখে মুখে বাক্য বলি ও লিখি।

পাতা – বসন্তকালে গাছে গাছে নতুন পাতা গজায়।

তাঘা –

ডাক্তার –

গুলি –

ত্যাগ –

১০. ছবি দেখি। ছবি নিয়ে ভাবি। বাক্য বলি ও লিখি।





চল চল চল

কাজী নজরুল ইসলাম

চল চল চল !
 উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
 নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
 অরুণ প্রাতের তরুণ দল
 চল রে চল রে চল।
 চল চল চল ॥

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
 আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
 আমরা টুটাব তিমির রাত,
 বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
 সজীব করিব মহাশূশান,
 আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
 বাহুতে নবীন বল।

(সংক্ষেপিত)



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

উর্ধ্ব গগন মাদল নিম্নে উতলা ধরণী অরুণ প্রাতে
উষা প্রভাত টুটাব তিমির বিন্ধ্যাচল নবীন সজীব শুশান

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নবীনদের ধরণী প্রভাতে উতলা বিন্ধ্যাচল মাদল সজীব

ক. তিনি বই পড়েন।

খ. সাঁওতালরা নাচের সময় বাজায়।

গ. আমরা বরণ করি।

ঘ. তরুণটি সব সময় থাকে।

ঙ. খুবই সুন্দর।

চ. মা সন্তানের জন্য হয়েছেন।

ছ. একটি পর্বতের নাম।



৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

উর্ধ্ব	ৰ্ধ	ধ	ব
--------	--------------------------------------	---	---

নিম্নে	ন	ম	ন
--------	------------------------------------	---	---

বিন্ধ্যাচল	ন্ধ্য	ন	ধ	জ	(য-ফলা)
------------	--	---	---	---	---------

মহাশুশান	শু	শ	ম
----------	-------------------------------------	---	---

৪. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. মাদল বাজে কোথায়?

১. উর্ধ্ব গগনে

২. ধরণী তলে

৩. উষার দুয়ারে

৪. মহাশূশানে

খ. অরুণ প্রাতের দলে কারা আছে?

১. শিশুরা

২. কিশোরেরা

৩. তরুণেরা

৪. প্রবীণেরা

৫. কথাগুলো বুঝে নিই এবং লিখি।

ক. আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

তরুণেরা সজীব প্রাণের অধিকারী। তারা সব সময় অন্ধকার দূর করতে চায়।
তারা এ জন্য সব বাধা ডিঙিয়ে যাবে।

খ. নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশূশান,

মহাশূশানে প্রাণের আনন্দ নেই। তরুণেরা নতুনের গান গেয়ে
মহাশূশানকে সজীব করে তুলবে।

৬. মুখে মুখে উভয় বলি ও লিখি।

ক. সারি বেঁধে কারা চলেছে?

খ. কারা তিমির দূর করবে?

গ. বিন্ধ্যাচল কী?



৭. আগের চৱণটি বলি ও লিখি ।

ক.,

নিম্নে উত্তলা ধৱণী-তল,
খ.

আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

গ.

সজীব করিব মহাশুশান,



৮. একই অর্থের শব্দ জেনে নিই ।

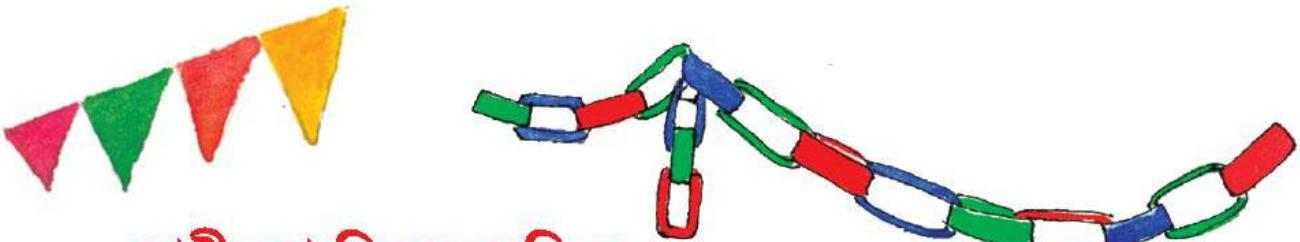
গগন - আকাশ, আসমান, নত ।

ধৱণী - পৃথিবী, অবনী, জগৎ ।

৯. তালে তালে পা ফেলে আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করি ।

১০. কবিতাটি লিখি ।

১১. সবাই মিলে কবিতাটি সুর করে গাই ।



স্বাধীনতা দিবসকে ধিরে

আজ বৃহস্পতিবার। এই দিন শেষের দুই পি঱িয়ডে অন্য রকমের কাজ হয়। আনন্দে ভরে উঠে আমাদের মন। হাসি আনন্দে ভরে থাকে পুরো সময়টা। তাই সবাই আমরা বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকি।

আজ ছবি আঁকার শিক্ষক রূপা আপা তাড়াতাড়ি চলে এলেন।

রূপা : তোমরা তো জানোই আগামী রবিবার আমাদের স্বাধীনতা দিবস। তাই তোমাদের আজই শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে ফেলতে হবে।

তিথি: ইংরাজী, সাজাব আপামণি।

রূপা : রুনু ও আনিস এখানে চলে এসো।

রুনু ও আনিস তাঁর টেবিলের কাছে চলে গেল।



রূপা আপামণির হাতে একটি ডালা। তাতে কতো রকমের জিনিস।

রূপা : এগুলো নাও। পাঁচ মিনিট দুইজনে পরামর্শ করো। কী কী তৈরি করবে, কোথায় কোথায় সেগুলো লাগাবে। আমি সাহায্য করব। প্রয়োজনে আমাকে জিজ্ঞেস করো।

রুনু ও আনিস নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর দুইটি দলে ভাগকরে দিল সবাইকে। দুইটি দল দুই দিকে বসে কাজ শুরু করে দিল। একটু গল্প হাসিও চলতে লাগল।



দুই দল মিলে নানা রকমের কাজ করল। লম্বা লম্বা শিকল বানালো রঙিন কাগজ দিয়ে। আর্টবোর্ডে ফুল পাতা একে রং করে নিল। তাতে রাখতার ফিতে দিয়ে কারুকাজ করল। রূপা আপামণি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। তারপর গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। একটু পরে রূপু ও আনিস এলো তাঁর কাছে।



আনিস: আপামণি, আমাদের একটা অনুরোধ আছে।

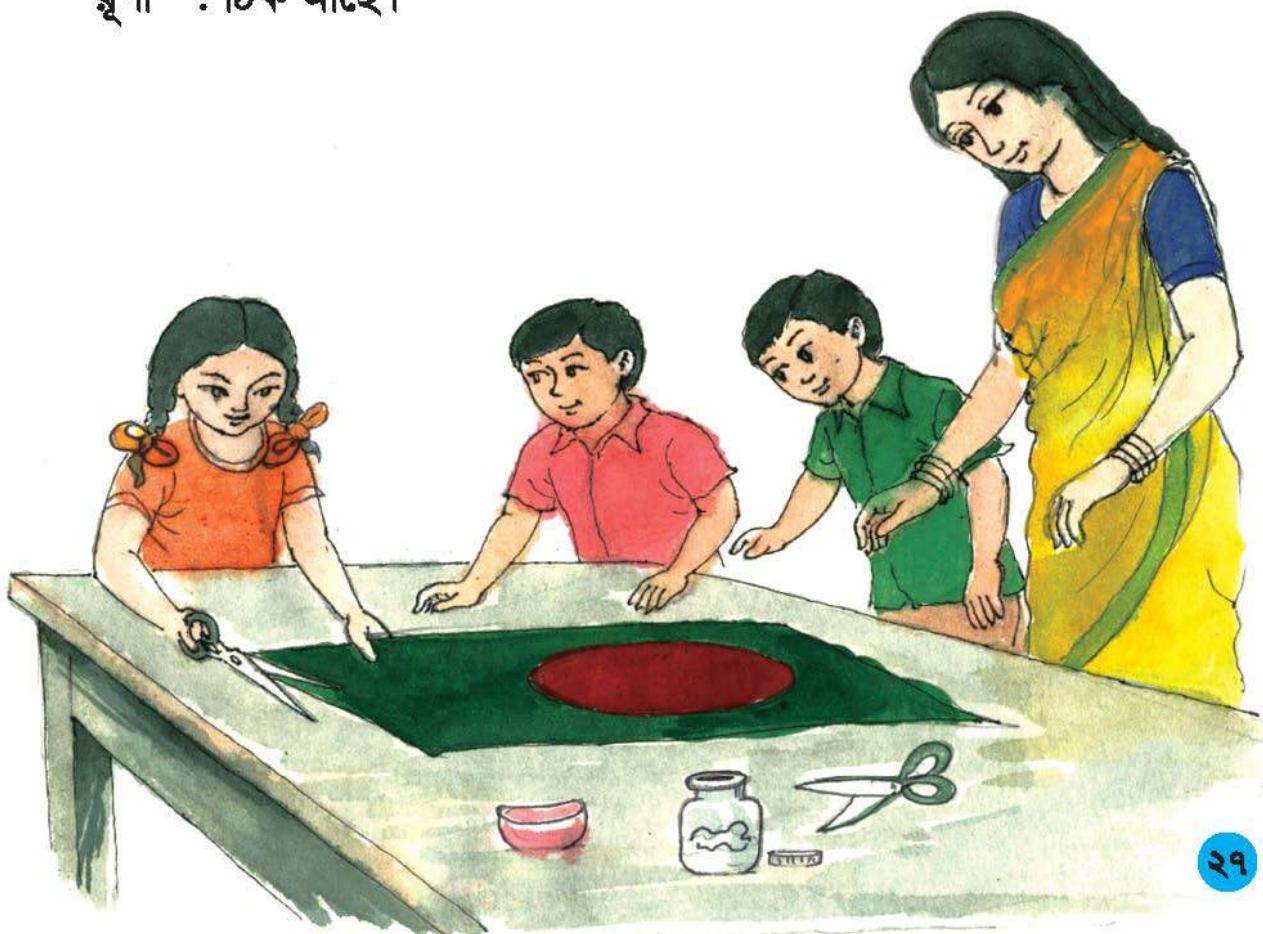
রূপা : হ্যাঁ, বলো।

রূপু : আমরা একটা দৃশ্য তৈরি করেছি। সেটা পিছনের দেয়ালে লাগাতে হবে। আমরা দেয়ালটা ব্যবহার করতে চাই।

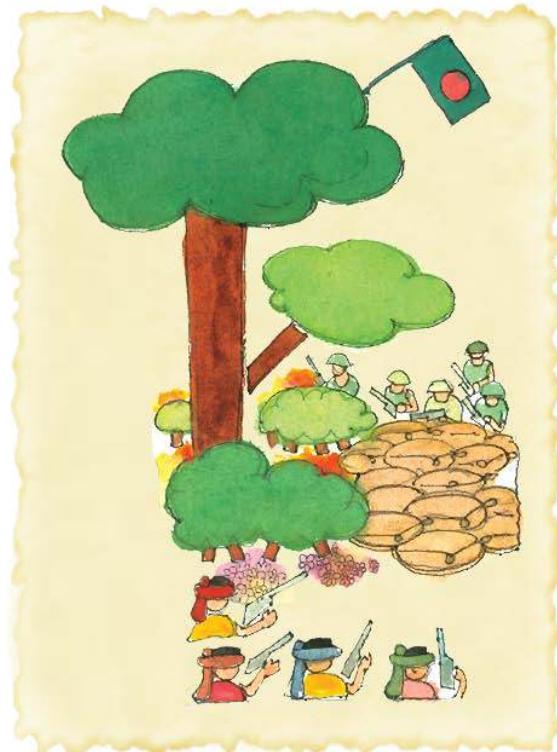
রূপা : তা করতে পারো।

আনিস: আপনি দয়া করে একটু উঠে দাঢ়ান। তা হলে আমরা দেয়ালে কাজ করতে পারব।

রূপা : ঠিক আছে।



ওরা প্রথমে সাদা আর্টিবোর্ড
আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগাল।
রং করা লস্তা গাছটি স্টেটে দিল
বাঁ দিকে। গাছের নিচে সবুজ
বোপে লাল হলুদ কাগজের ফুল
লাগাল। চার পাঁচটি গামছাবাঁধা মাথা
দেখা যাচ্ছে সেখানে। শক্ত আর্টিবোর্ড
দিয়ে বানানো হাতে ধরা রাইফেল।
দেয়ালের ডান দিকে বালির বন্তা
আকা কাগজ লাগাল। সেখানে পাকিস্তানি
সেনাদের ছবি। পুরো দৃশ্যটায় যেন যুদ্ধ
লেগে গেছে।



নীলার হাতে শক্ত কাগজে বানানো জাতীয় পতাকা।

রূপা : দাও, আমি উটা লাগিয়ে দিচ্ছি। উটা লাগাতে হবে
গাছের মগডালে।

রবি : (হেসে) ধন্যবাদ, আপামণি।

রঙ্গিন কাগজের শিকল, ফুল আর পাতা বানানো ছিল।

শ্রেণিকক্ষের চারদিকে মালার মতো সেগুলো ঝুলিয়ে দিল রবি ও পারুল।

নীল সাদা রাহতার ফিতে মালার মাঝে মাঝে ঝুলিয়ে দিল। চারদিকটা তখন
ঝলমল করে উঠল।

রূপা : খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমাদের। ২৬শে মার্চ জাতীয়তা দিবসে
তোমাদের কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

খুশিতে সকলে হাততালি দিল।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

স্বাধীনতা পিরিয়ড অপেক্ষা আর্টবোর্ড রাংতা কারুকাজ সাঁটা
রাইফেল যুদ্ধ মগডাল পুরস্কার

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

যুদ্ধ কারুকাজ স্বাধীনতা আর্টবোর্ডে অপেক্ষা পুরস্কার

ক. গরমের ছুটির জন্য করছি।

খ. ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের দিবস।

গ. ছবি এঁকে শাকিল পেয়েছে।

ঘ. আমরা করে স্বাধীনতা লাভ করেছি।

ঙ. শাড়িতে মা সুতার করেছেন।

চ. রাকিব প্রজাপতি এঁকেছে।



৩. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দ মিল করে একটি শব্দ তৈরি করি।

বাম পাশ

ডান পাশ

একটি শব্দ

ছাত্র

বোর্ড

ছাত্রছাত্রী

আপা

পাতা

দল

ছাত্রী

আর্ট

নেতা

ফুল

মণি

৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বৃহস্পতিবার	স্প	স	প	স্ফট, সর্ষ
আটবোর্ড	ট	/	ট	শাট, চাট
পুরষ্মার	ষ্ম	স	ক	তিরষ্মার, ভাষ্ম
পরামৰ্শ	শ্র	/	শ	বৰ্ষা, দৰ্শক

৫. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. সবাই বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকে কেন?

১. কোনো ক্লাস থাকে না
২. তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যায়
৩. শেষের দুই পি঱িয়ডে অন্য রকমের কাজ হয়
৪. বিদ্যালয় বন্ধ থাকে

খ. আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে?

১. ২১শে ফেব্রুয়ারি
২. ২৫শে মার্চ
৩. ২৬শে মার্চ
৪. ১৬ই ডিসেম্বর

গ. ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের ছবিটি তৈরি করল কেন?

১. স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল
২. নিজেরা মুক্তিযোদ্ধা সাজতে চেয়েছিল
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে
৪. সবাই মিলে আনন্দ করবে



৬. বাম দিকের বাক্য খেয়াল করি। বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে ডান দিকের
শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝি ও বলি।

ক. তোমাদের শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখা উচিত।

আদেশ

উপদেশ

খ. বুনু ও আনিস, এদিকে এসো।

আদেশ

অনুরোধ

গ. আমাকে একটু তুলে ধরো না ভাই।

অনুরোধ

আদেশ

ঘ. কেথায় লাগাব পতাকাটা?

প্রশ্ন

অনুরোধ

ঙ. খুব সুন্দর কাজ হয়েছে তোমাদের।

উপদেশ

প্রশংসা

৭. বাক্যগুলো পড়ি। বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ জেনে নিই।

এটা কাগজ। এটা **রঙিন** কাগজ।

ওটা শিকল। ওটা **লম্বা** শিকল।

আর্টবোর্ড আনো। **সাদা** আর্টবোর্ড আনো।

গাছের নিচে ঝোপ। গাছের নিচে **সবুজ** ঝোপ।

এসব বাক্যে **রঙিন**, **লম্বা**, **সাদা**, **সবুজ** হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ।

এবার ঘরের ভিতরের বৈশিষ্ট্য বোঝানো শব্দ নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

সবুজ চমৎকার হলুদ নীল সাদা



বুনু কাগজে একটা
..... দৃশ্য আঁকল। সে তাতে

গাছ, গীদা ফুল, আকাশ
আঁকল।

৮. শ্রেণিকক্ষ সাজানোর বিষয়টি নিজের ভাষায় বলি।

କୁଂଜୋ ବୁଡ଼ିର ଗଲ୍ପ



ଏକ ଛିଲ କୁଂଜୋ ବୁଡ଼ି । ବୁଡ଼ିର ଛିଲ ତିନଟି କୁକୁର ।
ରଙ୍ଗା, ବଙ୍ଗା ଆର ଭୁତୁ । ବୁଡ଼ି ଠିକ କରଲେନ ନାତନିର
ବାଡ଼ି ଯାବେନ । ତାଇ ରଙ୍ଗା, ବଙ୍ଗା ଆର ଭୁତୁକେ ଡାକଲେନ ।
ବଲଲେନ, “ତୋରା ବାଡ଼ି ପାହାରା ଦେ । ଆମି ନାତନିକେ ଦେଖେ
ଆସି ।”

କୁକୁର ତିନଟି ବଲଲ, “ଆଛା ।”



ବୁଡ଼ି ରାତ୍ରିଯାନା ହଲେନ । ଲାଠି ଠୁକ ଠୁକ କରେ କୁଂଜୋ
ବୁଡ଼ି ଚଲଲେନ । ଖାନିକ ଦୂରେ ଯେତେହେ ଏକ ଶିଯାଲେର
ସଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ିର ଦେଖା । ଶିଯାଲ ବଲଲ, “ଆମାର ଖୁବ
ଖିଦେ । ବୁଡ଼ି, ତୋମାକେ ଆମି ଖାବ” । ବୁଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି
କରେ ବଲଲେନ, “ଆମାକେ ଏଥନ ଖେଯୋ ନା । ଆମାର
ଗାୟେ କି ମାଃସ ଆଛେ? ଆଗେ ନାତନିର ବାଡ଼ି
ଯାଇ । ଖେଯେଦେଯେ ମୋଟାତାଜା ହରେ ଆସି । ତଥନ ବରଂ ଖେଯୋ ।” ଶିଯାଲ ବଲଲ,
“ଠିକ ଆଛେ । ତବେ ତାଇ ଯାଓ, ମୋଟାତାଜା ହରେ ଏସୋ ।”

ବୁଡ଼ି ସାମନେ ଏଗିଯେ ଚଲଲେନ । ତିନି ଲାଠି ଠୁକ ଠୁକ କରେ ଯାନ ଆର ଯାନ । ହଠାତ୍
ଏକ ବାଘ ସାମନେ ଏସେ ବଲଲ, “ହାଲୁମ! ବୁଡ଼ି, ତୋମାକେ ଆମି ଖାବ । ଆମାର ଖୁବ
ଖିଦେ ପେଯେଛେ ।” ବୁଡ଼ି ଦେଖେ, ଏ ତୋ ମହା ମୁଶକିଳ । ବାଘକେ ଏକହି କଥା ବଲେନ
ତିନି । ବାଘ ଦେଖିଲ ବୁଡ଼ିର କଥା ମିଛେ ନଯ । ବଲଲ, “ତବେ ଯାଓ । କିନ୍ତୁ ଫିରେ
ଆସତେ ହବେ, ହଁ ।”

ଆବାର କୁଂଜୋ ବୁଡ଼ି ପଥ ଚଲେନ । ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ଲାଠିତେ ଭର ଦିଯେ । ଏକ ସମୟ
ନାତନିର ବାଡ଼ି ପୌଛେ ଗେଲେନ ବୁଡ଼ି । ନାତନିର ବାଡ଼ିତେ କଦିନ ମଜାର ମଜାର
ଖାବାର ଖେଲେନ । ତାତେ ବୁଡ଼ି ଅନେକ ମୋଟା ହଲେନ । ବୁଡ଼ି ମହାଚିନ୍ତାୟ ପଡ଼ିଲେନ ।
ଏବାର ଫିରବେନ କୀଭାବେ? ବୁଡ଼ି ନାତନିକେ ସବ କଥା ଖୁଲେ ବଲଲେନ । ନାତନି
ବଲଲ, “ଚିନ୍ତାର କିଛୁ ନେଇ । ଆମି ସବ ବ୍ୟବସ୍ୟା କରେ ଦିଚ୍ଛି ।”

নাতনি একটা মন্ত্র লাউয়ের খোল জোগাড় করল। তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিল বুড়িকে। সঙ্গে দিল কিছু চিঠ্ঠে আর গুড়। এবার খোলটাকে দিল জোরে এক ধাক্কা। গড়িয়ে চলল সেই লাউয়ের খোল। খোল গড়াতে গড়াতে চলে এলো বাঘের কাছে। বাঘ গর গর করে খোলে দিল এক ধাক্কা। আবার গড়িয়ে চলল লাউয়ের খোল। বুড়ি ছড়া কাটেন –

লাউ গুড় গুড় লাউ গুড় গুড়
চিঠ্ঠে খায় আর খায় গুড়
বুড়ি গেল অনেক দূর।



খোল গড়াতে গড়াতে এলো শিয়ালের কাছে। শিয়াল দেখল খোলের ভিতরে বুড়ি। বলল, “বুড়ি এবার তোমাকে এক্ষুনি খাব।” বুড়ি বললেন, “খাবি তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমারও তো কিছু ইচ্ছে আছে। আমি যে তোর গান শুনতে চাই।” শিয়াল তক্ষুনি গান ধরল, হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া। বুড়ি গিয়ে দাঁড়ালেন একটা উঁচু টিবির উপর। বুড়ি গানের সুরে ডাকলেন –

আয় আয় তু তু
রঞ্জা বঞ্জা ভুতু
আয় আয় আয়
জলদি চলে আয়।

নিমেষেই ছুটে এলো বুড়ির
কুকুর তিনটি। শিয়ালকে ঘিরে
ফেলল তারা। একটা কামড় দিল
শিয়ালের কানে, আরেকটা দিল
ঘাড়ে, একটা পায়ে। বাছা এবার
যাবে কোথায়? শিয়াল তখন
নাস্তানাবুদ, মরমর দশা।

কুঁজো বুড়ি মহানদে চললেন তার
বাড়ির দিকে। সঙ্গে রঞ্জা, বঙ্গা
আর ভুতু।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

কুঁজো খিদে মুশকিল এক্ষুনি তক্ষুনি নাস্তানাবুদ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নাস্তানাবুদ এক্ষুনি তক্ষুনি মুশকিল খিদে

ক. ফুলির খুব পেয়েছে।

খ. আমাকে যেতে হবে।

গ. কাজটা করতে গেলে হবে।

ঘ. কাজটা করে ফেললে ভালো হতো।

ঙ. কুকুরগুলো শিয়ালটাকে করে ছাড়ল।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

আচ্ছা

চ্ছ

চ

ছ

খাচ্ছে, ইচ্ছা

ধাক্কা

ক

ক

ছক্কা, একা

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কুঁজো বুড়ি বাড়ি পাহারা দিতে কাদের বললেন ?

১. দারোয়ানদের

২. পাহারাদারদের

৩. কুকুর তিনটিকে

৪. নাতনিকে

খ. বিপদ দেখে বুড়ি শিয়ালকে বলেছিলেন, “আগে নাতনির বাড়ি যাই। খেয়েদেয়ে মোটাতাজা হয়ে আসি।”—এ কথায় বুড়ির কিসের পরিচয় পাওয়া যায় ?

১. বুধির

২. বোকামির

৩. রসিকতার

৪. রাগের

গ. বুড়ির তিনটি কুকুর নিমেষেই ছুটে এলো কেন ?

১. শিয়ালের ডাক শুনে

২. গানের সুরে বুড়ির চিকার শুনে

৩. শিয়ালের গান শুনে

৪. বুড়ির খৌজ পেয়ে

ঘ. নাতনি বুড়িকে লাউয়ের খোলে চুকিয়ে সঙ্গে কী কী খাবার দিল ?

১. চিঁড়ে আর দহি

২. চিঁড়ে আর গুড়

৩. গুড় আর মুড়ি

৪. গুড় আর খই



৫. মুখে মুখে উভয় বলি ও লিখি।

- ক. বুড়ির কয়টি কুকুর ছিল? তাদের নাম কী?
- খ. বুড়ি কোথায় যাচ্ছিলেন?
- গ. কুকুর তিনটিকে বুড়ি কী বলে গেলেন?
- ঘ. বুড়ি শিয়ালকে কী বললেন?
- ঙ. বুড়ি বাঘকে কী বললেন?
- চ. নাতনির বাড়িতে গিয়ে বুড়ি মোটা হলেন কীভাবে?
- ছ. নাতনি বুড়িকে কী রকম করে পাঠাল?
- জ. বাড়ি ফেরার পথে কার কার সঙ্গে বুড়ির দেখা হলো?
- ঝ. বুড়ি কীভাবে প্রাণীদের থেকে বাঁচলেন?

৬. বাক্যগুলো পড়ি। বাক্যের শেষে দাঢ়ি এবং প্রশ্নচিহ্ন বসাই।

- ক. আমার গায়ে কি মাংস আছে
- খ. সে আজ বাড়ি যাবে
- গ. সে ফিরবে কীভাবে
- ঘ. ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী
- ঙ. ভিতরে কী আছে
- চ. আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি
- ছ. কুকুর তিনটি কী করল

প্রশ্নচিহ্ন বাক্যে কিছু জানার ভাব বা জানার ইচ্ছা বোঝায়। এগুলোকে বলে প্রশ্নবাক্য। এ ধরনের বাক্যের শেষে প্রশ্ন (?) চিহ্ন বসে।

৭. কুঝো বুড়ির গল্পটা মুখে মুখে বলি।

৮. গল্পটি দলে অভিনয় করি। [শিক্ষক সহায়তা করবেন]

৯. পোষা প্রাণী সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

.....
.....
.....

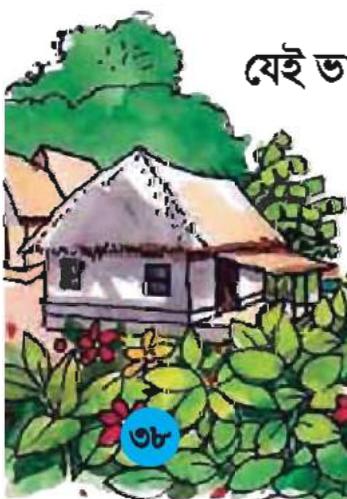
১০. ছবি দেখে গল্প বলি ও তিনটি বাক্য লিখি।



ତାଲଗାଛ

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର

তাল গাছ	এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে ।
মনে সাধ,	কালো মেঘ ফুঁড়ে যায় একেবারে উড়ে যায় ; কোথা পাবে পাখা সে ?
তাই তো সে	ঠিক তার মাথাতে গোল গোল পাতাতে ইচ্ছাটি মেলে তার, ভাবে, বুঝি ডানা এই,
মনে মনে	উড়ে যেতে মানা নেই বাসাখানি ফেলে তার ।
সারাদিন	ঝরবর থথর কাঁপে পাতা-পন্তর, ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে	আকাশেতে বেড়িয়ে তারাদের এড়িয়ে যেন কোথা যাবে ও ।
তার পরে	হাওয়া যেই নেমে যায়, পাতা-কাঁপা থেমে যায়, ফেরে তার মনটি -
যেই ভাবে	মা যে হয় মাটি তার, ভালো লাগে আরবার পৃথিবীর কোণটি ।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সাধ থথর

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

থথর সাধ

ক. দীপুর পাথির মতো উড়ার হয়েছে।

খ. শীলা শীতে করে কাঁপছে।



৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

পন্ডৰ – পাতা।

ফেরে – ফিরে আসে।

ফেরে তার মনটি – তার ইচ্ছা বদলে যায়।

আরবার – আরেক বার।

৪. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে

সব গাছ আরবার

খ. তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,

..... নেমে যায়, পাতা-কাপা

গ. যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,

ভালো লাগে ছাড়িয়ে

..... কোণটি। পৃথিবীর

৫. ঠিক উভরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. তালগাছ মনে মনে কাকে মা বলে ভাবে?

- ১. মেঘকে
- ২. আকাশকে
- ৩. মাটিকে
- ৪. পৃথিবীকে

খ. তালগাছের মনে কী ইচ্ছা জাগে?

- ১. সব গাছের চেয়ে উঁচু হবে
- ২. পাতায় ভর করে ভাসবে
- ৩. আকাশে উঁকি মেরে দেখবে
- ৪. কালো মেঘ ফুঁড়ে ফুঁড়ে যাবে

গ. তালগাছের ইচ্ছা কখন বদলায়?

- ১. মায়ের কথা মনে হলে
- ২. দিন শেষ হলে
- ৩. হাওয়া নেমে গেলে
- ৪. বেড়ানো শেষ হলে

৬. মুখে মুখে উভর বলি ও লিখি।

ক. তালগাছকে দেখে কী মনে হয়?

খ. ‘মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়’ – কথাটির অর্থ কী?

গ. তালগাছ কীভাবে তার ইচ্ছাকে ছড়িয়ে দেয়?

ঘ. তালগাছ পাখা চায় কেন?

৭. গাছের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে তিনটি বাক্য মুখে মুখে বলি ও লিখি।

৮. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পৃথিবী

সাধ

মনে মনে

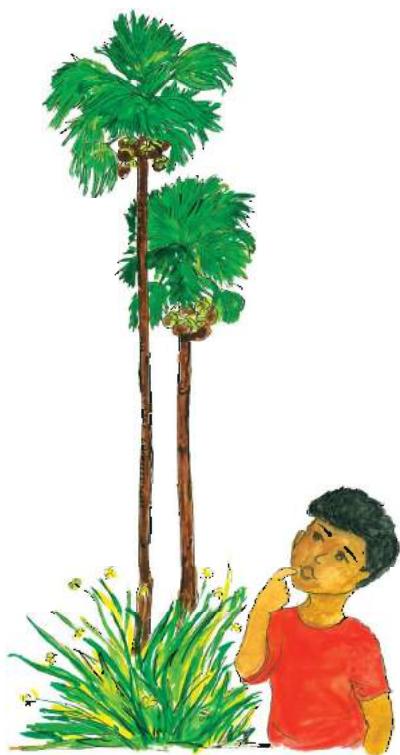
ডানা

মাটি

৯. ‘তালগাছ’ কবিতার প্রথম বারো লাইন মুখ্য লিখি।

১০. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

১১. ছবি দেখি এবং ইচ্ছেমতো বাক্য লিখি।



একই একটি দুর্গ

৭ই মার্চ ভাষণ দেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওই ভাষণে
তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের ডাক দেন।
মোস্তফা কামাল তখন চবিশ বছরের যুবক।
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে তাঁর বুক ফুলে উঠে।
এপ্রিল ১৯৭১।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে
ব্রাঞ্ছণবাড়িয়ার দিকে। তাদের ঠেকানোর
জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছেন দরুইন
গ্রামে। দলে মাত্র দশজন সৈন্য। অধিনায়ক
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল।

১৬ই এপ্রিল ১৯৭১।

মোস্তফা কামাল খবর পেলেন পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লার আখাউড়া
রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। চাইছে ব্রাঞ্ছণবাড়িয়া দখল করতে।

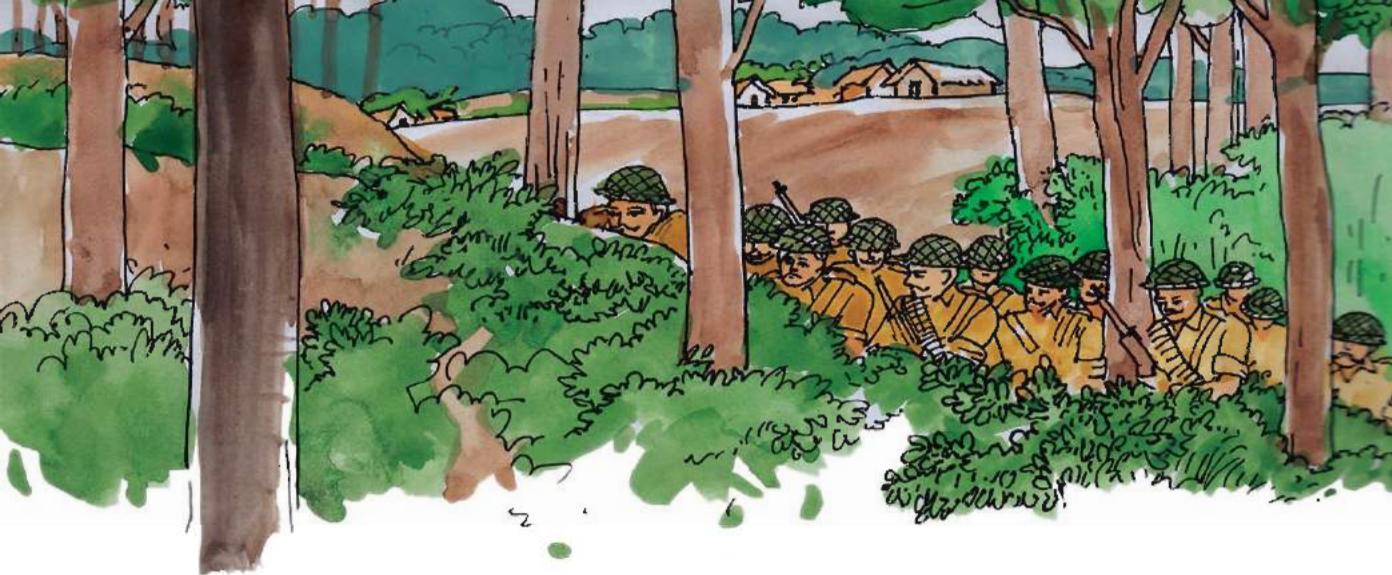
১৭ই এপ্রিল ১৯৭১।

তোর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করল।
মোস্তফা কামাল ভাবতে লাগলেন। এত কম শক্তি নিয়ে ওদের মোকাবিলা
করা যাবে না। খবর পাঠালেন জরুরি সেনা সহায়তার জন্য।

কিন্তু বাড়তি সেনা এলো না। এমনকি দুই দিন ধরে নিয়মিত খাবারও বন্ধ।
চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। সকলে মিলে আত্মরক্ষা করলেন পরিখার
মধ্যে।

দুপুরের দিকে বাড়তি কয়েকজন সেনা দরুইনে এসে পৌছালেন। সেই সঙ্গে
খাবারও এলো। পাকিস্তানি ঘাঁটি থেকে গোলাবর্ষণও হলো বন্ধ।





১৮ই এপ্রিল ১৯৭১।

সকালবেলা সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধারা ভাবলেন,
বৃষ্টি এলে দুশমনদের হামলা থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে।

বেলা এগারোটা। শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। আর সেই সঙ্গে শত্রুর গোলাবর্ষণ।
এগিয়ে আসতে লাগল পাকিস্তানি বাহিনী। বেলা বারোটা। আক্রমণ হলো
আরও তীব্র। মুক্তিযোদ্ধাদের পালটা গুলি তার সামনে কিছুই না।

হঠাতে একটা গুলি এসে বিধল এক মুক্তিযোদ্ধার বুকে। তিনি মেশিনগান
চালাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কখন হয়ে গেল মেশিনগান। মোস্তফা কামাল
পাশেই ছিলেন। তিনি এক মুহূর্তও দেরি না করে চালাতে লাগলেন
মেশিনগান।



পাকিস্তানি সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক। সঙ্গে ভারী অস্ত্রশস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় কম। ভারী অস্ত্রশস্ত্র তাদের তেমন নেই। তাদের হয় সামনাসামনি যুদ্ধ করতে হবে, না হয় পিছু হটতে হবে।

কিন্তু পিছু হটতে চাইলেও কিছুটা সময় দরকার। ততক্ষণ অবিরাম গুলি চালিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে দুশ্মনদের। এ দায়িত্ব কে নেবে?

এ সময় আরও একজন ঢলে পড়লেন শত্রুর গুলিতে। মোস্তফা কামাল পরিখার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চালাতে লাগলেন গুলি। নয়জন মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যেই শহিদ হয়েছেন। পিছু না হটলে সবার মৃত্যু অবধারিত।

মোস্তফা কামাল সবাইকে সরে যেতে বললেন। তিনি একা গুলি চালিয়ে যাবেন। মোস্তফা কামাল জোর দিয়ে বললেন, “আপনাদের পিছু হটতেই হবে। তা না হলে দুশ্মনরা সবাইকে শেষ করে দেবে।” তিনি আবার আদেশ দিলেন, “সবাই দ্রুত সরে যান।”

শেষ পর্যন্ত মোস্তফা কামালকে রেখে সবাই খুব সাবধানে পিছু হটলেন।

অনবরত গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন মোস্তফা কামাল। তিনি একাই যেন মুক্তিবাহিনীর একটা দুর্গ। একসময় গুলি শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একটা গোলা এসে পড়ল পরিখার মধ্যে। গোলার আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

দরুইনের মাটিতে সমাহিত হয়ে আছে মোস্তফা কামালের ক্ষতবিক্ষত দেহ। তাঁর আতাদানের কথা আমরা কোনো দিন ভুলব না।

তিনি আমাদের গৌরব। তিনি আমাদের অকুতোভয় বীর। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করে।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অধিনায়ক অকৃতোভয় আত্মান নির্বিষ্ণু বীরশ্রেষ্ঠ সমাহিত
গোলা পরিখা ভূষিত

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পরিখার বীরশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক অকৃতোভয় সমাহিত নির্বিষ্ণু

ক. যাত্রীরা নদী পার হলো।

খ. লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন।

গ. মোস্তফা কামাল একজন।

ঘ. সৈন্যরা ভিতর থেকে গুলি ছুড়ছে।

ঙ. মোস্তফা কামালকে দরুইনে করা হয়।

চ. তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা।

৩. পাঠ অনুসরণ করে নিচের ঘটনার পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক. পাকিস্তানি বাহিনী আখাউড়া রেললাইন ধরে এগোয়-১৬ই এপ্রিল

খ. দরুইন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ হয়-

গ. মোস্তফা কামাল শহিদ হলেন-

৪. আমাদের জাতীয় দিবসগুলোর পাশে তারিখবাচক শব্দ লিখি।

ক. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

খ. স্বাধীনতা দিবস

গ. বিজয় দিবস

৫. ঠিক উভরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. মোস্তফা কামাল সমাহিত আছেন -

১. ব্রাঞ্চণবাড়িয়া ২. দরুইন

৩. আখাউড়া ৪. কুমিল্লা

খ. এই যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন ?

১. আটজন ২. নয়জন

৩. দশজন ৪. এগারোজন

গ. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা এগিয়ে আসছিল -

১. ঢাকার দিকে ২. দরুইনের দিকে

৩. ব্রাঞ্চণবাড়িয়ার দিকে ৪. কুমিল্লার দিকে

ঘ. ১৮ ই এপ্রিল কয়টার সময়ে প্রচন্ড বৃষ্টি হলো ?

১. সকাল নয়টায় ২. বেলা এগারোটায়

৩. দুপুর একটায় ৪. দুপুর দুইটায়

৬. প্রশ্নগুলোর উভর বলি ও লিখি।

ক. কারা ব্রাঞ্চণবাড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল ?

খ. মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় অবস্থান নিয়েছিলেন ?

গ. মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে কোন দুইটি পথ খোলা ছিল ?

ঘ. সঙ্গীদের জীবন বাঁচাতে মোস্তফা কামাল কী সিদ্ধান্ত নিলেন ?

ঙ. একাই একটি দুর্গ - কাকে বোঝানো হয়েছে ? কেন ?



৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

জীবন	মৃত্যু	শত্রু	মিত্র	কম	অনেক	হালকা	ভারী	বন্ধ	খোলা
------	--------	-------	-------	----	------	-------	------	------	------

ক. আমাদের দেশে নদী আছে।

খ. মুক্তিযুদ্ধে অনেকেই দিয়েছিলেন।

গ. পাকিস্তানি সেনাদের সাথে ছিল অন্তর্শন্ত্র।

ঘ. বাহিনী গোলাবর্ষণ শুরু করল।

ঙ. শুরুবারে আমাদের স্কুল থাকে।

৮. বাক্যগুলো পড়ি। ইঁ বোঝানো এবং না বোঝানো বাক্য সম্পর্কে জেনে নিই।

ওদের মোকাবিলা করা যাবে।

ইঁ বোঝানো

ওদের মোকাবিলা করা যাবে না।

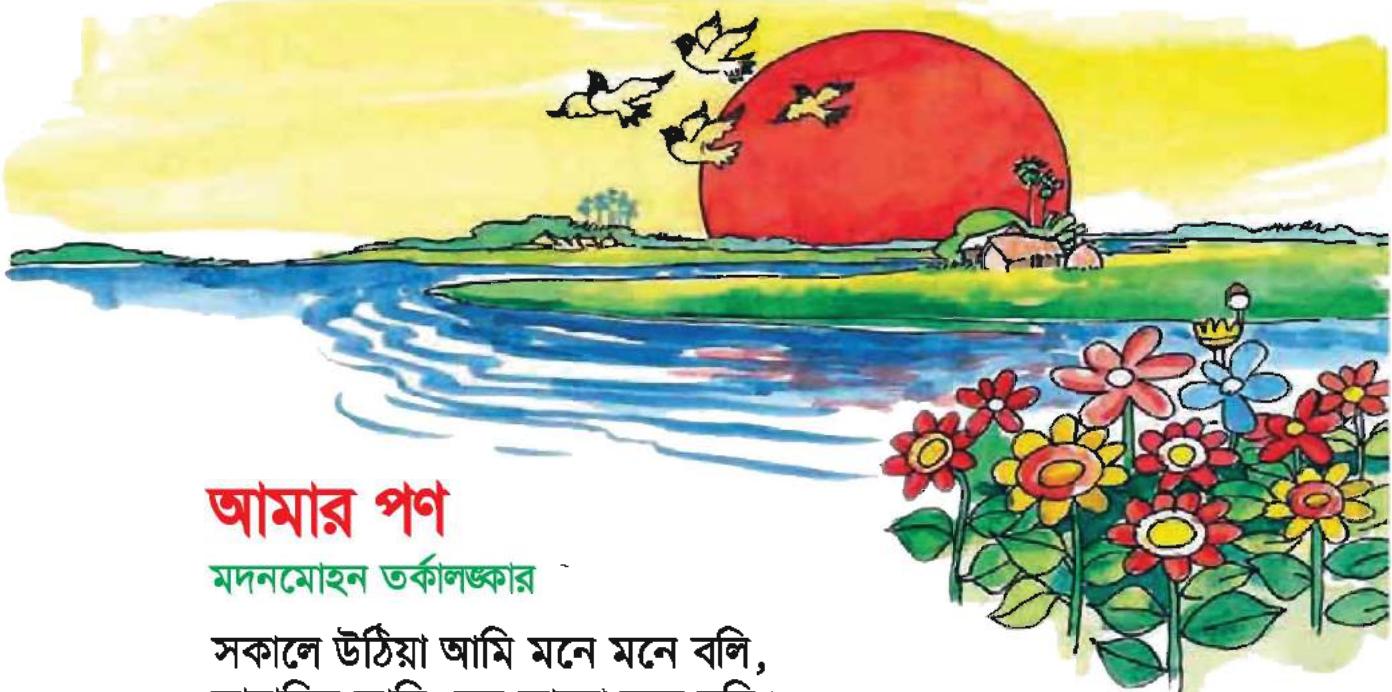
না বোঝানো

এবার নিচের বাক্যগুলোকে ইঁ বোঝানো/ না বোঝানো বাক্যে পরিবর্তন করি।

সকালে গোলাবর্ষণ শুরু হলো।

শত্রুরা এগোতে পারল না।

মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটবেন।



আমাৰ পণ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোৰ গুৱুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ভাইবোন সকলেৱে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদেৱ সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠেৱ সময় যেন নাহি করি হেলা।

সুখী যেন নাহি হই আৱ কাৱও দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দিই ফঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কাৱও সনে,
সকালে উঠিয়া আমি বলি মনে মনে।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গুরুজন পাঠ হেলা আদেশ ফাঁকি কভু সামলিয়ে

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কভু পাঠ হেলা আদেশ সামলিয়ে গুরুজন ফাঁকি

ক. বড়দের মেনে চলা উচিত।

খ. আমরা শেষ করে খেলতে যাই।

গ. কাজে দেওয়া উচিত নয়।

ঘ. মিথ্যা বলব না।

ঙ. মা-বাবা, শিক্ষক আমাদের।

চ. কাউকে করব না।

ছ. লোভ যেন চলতে পারি।

৩. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. কবিতাটি থেকে আমরা কী শিখলাম?

১. সবাই যেন সুখে বাস করতে পারি
২. সবাই মিলেমিশে জীবন কাটাতে পারি
৩. সবাই যেন সবাইকে ভালোবাসতে পারি
৪. সবাই সাবধানে সুখে জীবন কাটাতে পারি



৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

- ক. সারাদিন আমি কীভাবে চলব?
- খ. কারা গুরুজন?
- গ. পড়ার সময় আমি কী করব?
- ঘ. কোন ধরনের কথা আমি বলব না?
- ঙ. কাদের আমরা ভালোবাসব?
- চ. অন্যের দৃঢ়খে আমরা কী করব?



৫. ডান দিকের কথার সাথে বাম দিকের কথা মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

আদেশ মেনে চলি

গুরুজনদের/ভালো ছেলেদের

ভালোবাসি

ভালো ছেলেদের/সবাইকে

কাজ করি

মনে মনে/ভালো মনে

পাঠের সময়

করি খেলা/নাহি হেলা

সামগ্রে রাখি

দৃঢ়খ/লোভ

৬. গুরুজন সম্পর্কে জানি এবং তাদের সম্পর্কে একটি করে বাক্য লিখি।

বাবা	মা
দাদা	দাদি
নানা	নানি
চাচা	চাচি
যামা	মামি
শিক্ষক	

৭. নিচের বাক্যগুলোর কাজ বোঝানো শব্দগুলো লিখি এবং তা দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

আমি সকালে ঘুম থকে উঠি। উঠা সকালে উঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

কথাটা মনে মনে বললাম। বলা সবার সত্য কথা বলা উচিত।

ভালো হয়ে চলি
.....

ভালো মনে কাজ করি
.....

সকলেরে যেন ভালোবাসি
.....

একসাথে থাকি
.....

কারো দৃঢ়খে সুখী যেন না হই
.....

৮. কবিতাটি মুখ্য বলি ও লিখি।

৯. আমার ইচ্ছে সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

.....

.....

.....

পাখির কথা

রোজ সকালে নানা রকম পাখির ডাকে আমাদের ঘূম ভাঙ্গে। শুরা নানা সুরে ডাকাডাকি করে। তাতে মনটা খুশিতে ভরে উঠে। পাখি আমাদের অনেক উপকার করে। পরিবেশ রক্ষা করে। তারা আমাদের প্রতিবেশীর মতো। পাখি আমাদের বন্ধু।

আমাদের খুব পরিচিত পাখি কাক। কালো পালকে ঢাকা শরীর তার। কাক কা কা করে ডাকে। এরা বাঁক বেঁধে উড়ে। খুব চালাক বলে নাম আছে কাকের। তবে বোকামির কান্দও করে সে। কোকিলের ডিমে তা দেয়। বাচা ফুটিয়ে দেয়।



কোকিল

আমাদের চেনা পাখি কোকিল। এদের রঙও কালো। তবে কালোর উপরে উজ্জ্বল নীল রঙের পৌঁচ দেওয়া। ঠোট সবুজ ও বাঁকানো। চোখের রং টকটকে লাল। লম্বা লেজ আছে। কোকিল ডাকে উঁচু ও সুরেলা কষ্টে। কুউ-উ-উ, কুউ-উ-উ ডাক ঠিক গানের মতো মিষ্টি। কোকিল বসন্তকালে ডাকে।



ময়না দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মিষ্টি তার গান। অন্য পাখির ডাক, মানুষের কথা অবিকল নকল করতে পারে সে। এ জন্য মানুষ তাকে শখ করে পোষে। ময়নার রং কালো। চোখের নিচে ও মাথার পিছন দিকে হলুদ চওড়া রেখা টানা। ঠোট কমলা লালে মেশানো। পা দুইটি হলুদ।



বুলবুলি

ছেট পাখি বুলবুলি। মিষ্টি গানের কষ্ট তার।
হালকা বাদামি আর কালো রঙের হয় বুলবুলি।
লম্বা লেজের গোড়ায় আছে লাল টুকরুকে ছেপ।
এরা পোষ মানে সহজে। মাথার উপরে সামনে
ঝুলে পড়া একটি ঝুঁটি আছে তার।



চিয়া

চিয়া সবুজ রঙের পাখি। সবুজ তার ডানা ও
লম্বা লেজ। বাঁকানো ঠোট টুকরুকে লাল আর
খুব শক্ত। গলায় আছে লাল ও কালো রঙের
দাগ। তারা ঝাঁক বেঁধে চলে। চিয়াও পোষ
মানে। মানুষের শেখানো কথা চমৎকার করে
বলতে পারে।



দোয়েল

ছেট পাখি দোয়েল। দেশের সব জায়গায় দেখা
যায় এদের। ঝোপে ঝাড়ে, গাছের কোটরে,
দালানের ফাঁকে-ফোকরে থাকে। দোয়েলের
মতো মিষ্টি গান গাইতে পারে খুব কম পাখি।
নরম সুরে শিস দেয়। সাদা-কালোয় সাজানো
তার পালকের পোশাক। ডানার উপরে চওড়া
দাগ টানা। এর লেজ বেশ লম্বা। দোয়েল
আমাদের জাতীয় পাখি।

সবচেয়ে ছেট পাখি টুনটুনি। এরা বেশ চম্পল।
কোথাও স্থির হয়ে বসে না। এরা ছেট ছেট গাছে
নেচে বেড়ায়।



টুনটুনি



বাবুই

ছেটি পাখি বাবুই। এরা খুব সুন্দর করে বাসা বানাতে পারে। সরু সরু আঁশ দিয়ে তারা বাসা বোনে। সুন্দর বাসা বুনতে পারে বলে বাবুইকে বলা হয় তঁতি পাখি। একে শিল্পী পাখিও বলা হয়।

আমাদের চেনা পাখি শালিক। চকচকে বাদামি পালকে ঢাকা শরীর। ঠোঁট ও চোখের পাশটা হলুদ রঙের। বাদামি দুই ডানার নিচে দুইটি উজ্জ্বল সাদা দাগ টানা। খাটো দুইটি পা হলুদ রঙের। এরা দল বেঁধে চলতে ভালোবাসে।



শালিক



মাছরাঙ্গা

মাছরাঙ্গা একটি সুন্দর পাখি। এর মাথা, ঘাড়, পেট ও পিঠের রং গাঢ় বাদামি। খয়েরি রঙেরও হয়। চিরুক, গলা ও বুকে থাকে নানা রং। ডানার পালক উজ্জ্বল নীল। পানিতে ঝাঁপ দিয়ে এরা দুই ঠোঁটে মাছ তুলে আনে।

আরও কতো যে পাখি আছে আমাদের দেশে। আর কতো যে তাদের নাম। চড়ুই, বক, খঞ্জনা, ঘুঘু, শঙ্খচিল, ডাহুক, শ্যামা, চিল, ইগল, শকুন, কবুতর। এসব পাখির কথাও আমরা পরে জেনে নেব।



ବନୁମଣି

୧. ଶନ୍ଦଗୁଲୋ ପାଠ ସେବେ ଖୁଜେ ବେଳ କରି । ଅର୍ଥ ବଲି ।

**ଅଭିବେଶୀ ପାଲକ ପୌଛ ଚକଳ ହୋପ ବୁଟି ଶଖ ଝାକ
ତୀତି ହିର**

୨. ସବେଳା ଡିଭାର ଶନ୍ଦଗୁଲୋ ଖଲି ଆମଗାଯ କୁଣ୍ଡରେ ବାକ୍ୟ ତୈରି କରି ।

ଅଭିବେଶୀ ଶଖ ତୀତିରା ଝାକ ବୁଟି ପାଲକ ପୌଛ

କ. ସବେଳା ସାଦା ।

ଖ. ଶୀଳା ଚାଟି ଆମାଦେର ।

ଘ. ପରମେ ମେଯେରା କରେ ଚାଲ ବୀଥେ ।

ଘ. ସୀବେର ଆକାଶେ ଅନେକ ଗ୍ରଙ୍ଜେର ।

ଓ. ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ି ବୋଲେ ।

ଚ. ବନ୍ଦୁଦେର ଛବି ଜୟାଲୋ ରାଖିଲ ।

ଛ. ଏକ ପାଖି ଉଡ଼ିଛେ ।



୩. ମୁଖେ ମୁଖେ ଉତ୍ତର ବଲି ଓ ଲିଖି ।

କ. କୋନ କୋନ ପାଖି ପାଇତେ ପାରେ ?

ଘ. ମାନୁଷେର କଥା ନକଳ କରିତେ ପାରେ କୋନ କୋନ ପାଖି ?

ଘ. କୋନ କୋନ ପାଖିକେ ଛୋଟ ପାଖି ବଲା ହୁଯ ?

ଘ. ତୀତି ପାଖି କୋଳଟି ? ଏଦେଇ ତୀତି ପାଖି ବଲା ହୁଯ କେଳ ?

ଓ. ଆମାଦେର ଜାତୀୟ ପାଖିର ନାମ କୀ ?

ଚ. କୋକିଲ କୋନ ସମସ୍ତ ଡାକେ ?

ଛ. ଟୁନ୍ଟୁନିକେ ଚକଳ ପାଖି ବଲା ହୁଯ କେଳ ?



৪. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

কঠ	ঠ	ণ	ঠ	গুঠন, কুঠা
উজ্জ্বল	জ্জ	জ	জ	প্রোজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল
লাহা	হ	ম	ব	খাহা, কহল
ছেটা	ট	ট	ট	ভুট্টা, বাটা
চথওল	ধও	ধও	চ	অধওল, কাধওল
খঙ্গনা	ঞ	ঞ	জ	অজ্ঞন, গঞ্জ
শঙ্গচিল	ঞ	ঙ	খ	শৃঙ্গলা, ময়ূরপঞ্জী

৫. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. গান গাইতে পারে কোন পাখি?

- ১. বাবুই
- ২. ময়না
- ৩. শালিক
- ৪. টিয়া



খ. ঝাঁক বেঁধে চলে কোন সারির পাখিরা?

- ১. কোকিল, বাবুই, ময়না
- ২. শালিক, বাবুই, বুলবুলি
- ৩. কাক, টিয়া, শালিক
- ৪. মাছরাঙ্গা, টুনটুনি, দোয়েল

গ. কোন সারির সব শব্দের অর্থ এক?

- ১. ঝলক, ঝলমল, উজ্জ্বল
- ২. ঝাঁক, পাল, দল
- ৩. পালক, ঝলক, নকল
- ৪. আগ্রহ, দক্ষ, চালাক

ঘ. পাখিদের আমরা রক্ষা করব। কারণ-

- ১. পাখিরা আমাদের পরিচিত
- ২. পাখিরা আমাদের পড়শি
- ৩. পাখিরা দল বেঁধে চলে
- ৪. পাখিরা আমাদের উপকার করে

৬. বাক্যগুলো পড়ি। ঠিক জায়গায় কমা, দাঁড়ি ও প্রশ্নচিহ্ন বসিয়ে খাতায় লিখি।

- ক. আমাদের দেশে আছে কতো রাকমের পাখি
- খ. আর কতো যে তাদের নাম
- গ. মিষ্টি সুরে গান করে কোকিল ময়না ও দোয়েল
- ঘ. রবি আমি অনেক পাখি দেখেছি
- ঙ. মাছরাঙার পিঠের রং গাঢ় বাদামি পালক উজ্জ্বল নীল
- চ. তুমি কী কী পাখি দেখেছ

৭. শব্দ আছে পাতায় পাতায়। ঠিক শব্দ খুঁজে বের করি। নিচের খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।



- ক. টিয়া রঞ্জের পাখি।
- খ. দোয়েল নরম সুরে দেয়।
- গ. মিষ্টি সুরে গান গায় ও।
- ঘ. মাথার সামনে ঝুঁটি আছে পাখির।
- ঙ. সবচেয়ে ছোট পাখি।
- চ. বাবুই হচ্ছেপাখি।

৮. শব্দগুলো ভালোভাবে দেখি। এগুলো পাখিদের রং ও গুণের কথা বোঝাচ্ছে।
শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

সবুজ তাঁতি ছেউ নরম সুন্দর

সবুজ আমাদের খেলার মাঠটি সবুজ ঘাসে ভরা।

ছেউ

ନରମ

সুন্দর *

৯. ছবি দেখি। পাখি সম্পর্কে দুইটি করে বাক্য লিখি।



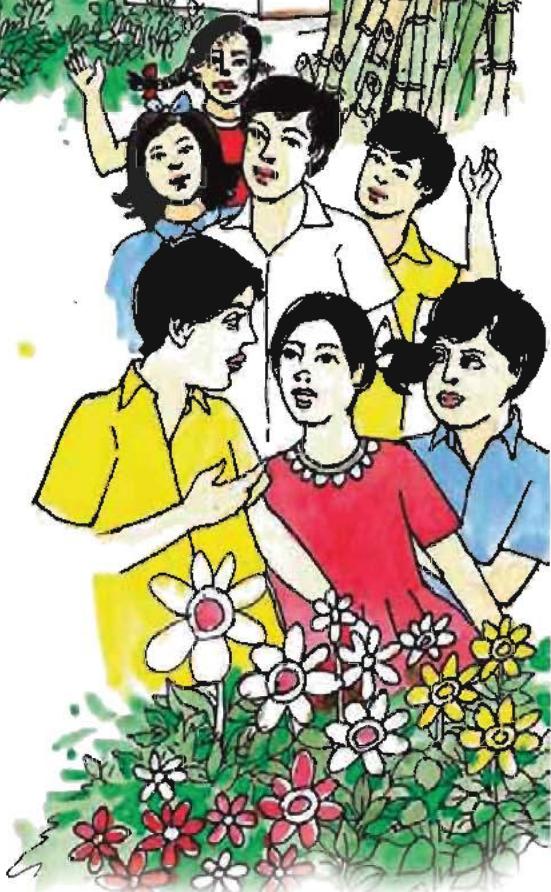


আমাদের গ্রাম

বন্দে আলী মিএঁ

আমাদের ছেট গায়ে ছেট ছেট ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে নাহি কেহ পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা-মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।

আমাদের ছেট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।
মাঠতরা ধান আর জলতরা দিঘি,
ঢাঁদের কিরণ লেগে করে ঝিকিমিকি।
আমগাছ জামগাছ বাঁশ ঝাড় যেন,
মিলে মিশে আছে ওরা আতীয় হেন।
সকালে সোনার রবি পূব দিকে ওঠে
পাখি ডাকে, বায়ু বয়, নানা ফুল ফোটে।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

সেথা পাঠশালা কিরণ আতীয় হেন

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাঠশালা কিরণে হেন সেথা আতীয়

ক. ছুটিতে আমরা স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাই।

খ. সেকালে শিশুদের পড়ার জন্য ছিল।

গ. থাকি সবে মিলে নাহি কেহ পর।

ঘ. এ কাজ করতে নেই।

ঙ. চাঁদের চারদিক আলোকিত।

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি

জলভরা
মাঠভরা
বিকিমিকি
বাঁশঝাড়
চন্দ্ৰ, শশী, সুধাকর।
সূর্য, দিনমণি, দিবাকর।
বাতাস, হাওয়া, সমির।

৪. এক শব্দের অনেক অর্থ জেনে নিই।

চাঁদ
রবি
বায়ু
চন্দ্ৰ, শশী, সুধাকর।
সূর্য, দিনমণি, দিবাকর।
বাতাস, হাওয়া, সমির।

৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. পাড়ার সকল ছেলে একসঙ্গে কী করে?

১. মাছ ধরে ২. বাজারে যায়

৩. বেড়াতে যায় ৪. খেলাখুলা করে

খ. সকালে সোনার রবি কোন দিকে ওঠে?

১. পশ্চিম ২. উত্তর

৩. পূর্ব ৪. দক্ষিণ

গ. গ্রামকে মায়ের সমান বলা হয়েছে কেন?

১. সবাই মিলেমিশে থাকে

২. সবাইকে মায়া মমতা দেয়

৩. সব গাছ আত্মায়ের মতো

৪. সবকিছু মিলে গ্রামটি সুন্দর



৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. গ্রামের ঘরগুলো দেখতে কেমন?

খ. গ্রামের লোকজন কীভাবে থাকে?

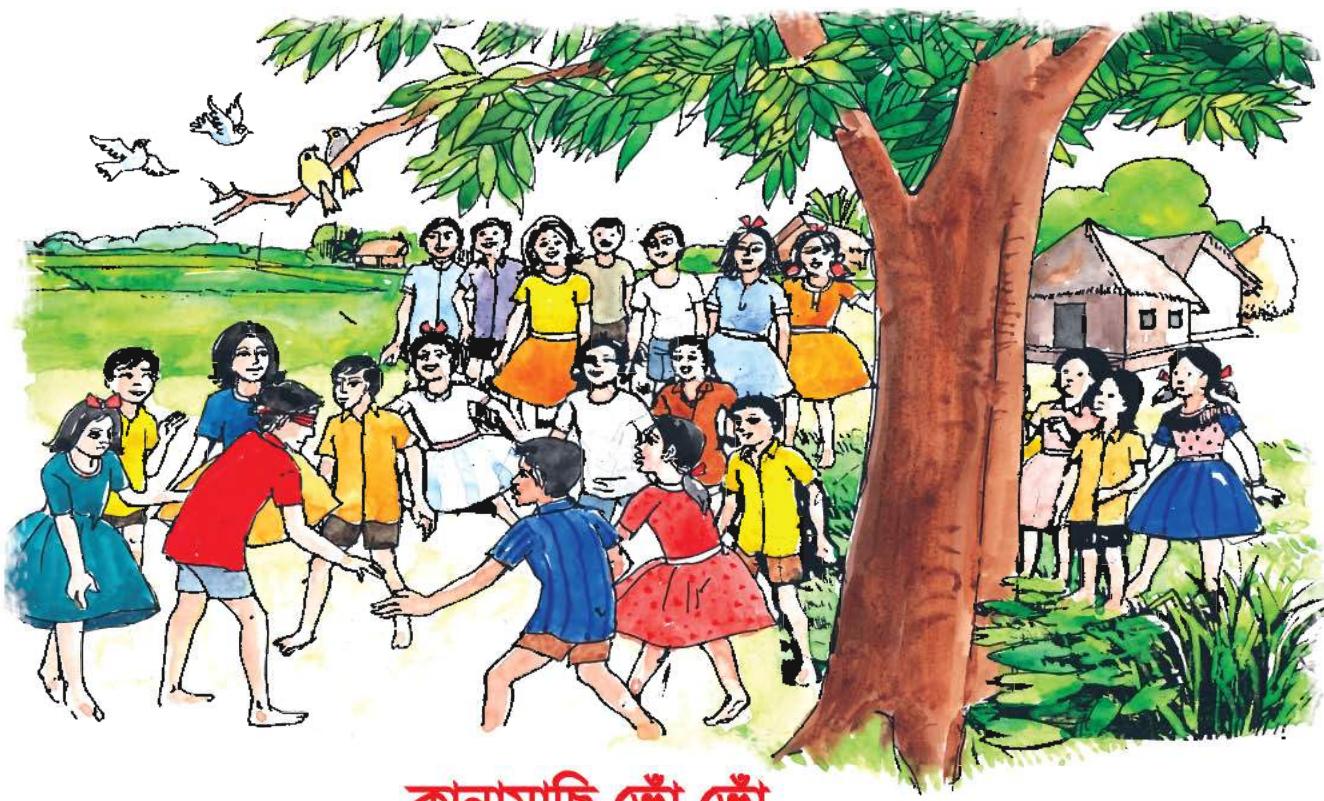
গ. ছেলেমেয়েরা একসাথে কোথায় যায়?

ঘ. গ্রামের গাছপালা দেখলে কী মনে হয়?

ঙ. সকালে গ্রামে কী কী ঘটে?

৭. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৮. আমার গ্রাম বা শহর সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখি।



କାନାମାଛି ଡୋ ଡୋ

ଗ୍ରାମେର ନାମ ଶୀତଳପୁର । ତପୁର ମାମାବାଡ଼ି । ଗ୍ରାମଖାନି ଛବିର ମତୋ ସୁନ୍ଦର ।
ପ୍ରତିବହର ଗ୍ରୀଷ୍ମେର ଛୁଟିତେ ତପୁ ମାମାବାଡ଼ି ଯାଇ । ସାଥେ ମା-ବାବା ଆର ବଡ଼ ବୋନ
କାନ୍ତା । ଶହର ଛେଡ଼େ ଦୂରେ କୟେକଟା ଦିନ ଖୁବ ଆନନ୍ଦେ ସମୟ କାଟେ ।

ଗ୍ରାମେ ତପୁ ଆର କାନ୍ତାର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ । ମାମାତୋ ଭାଇବୋନ ରିତୁ, ସୋମା ଆର
ଜିଶାନ ତୋ ଆଛେଇ । ଆରଓ ଆଛେ ପାଶେର ବାଡ଼ିର କେଯା, କଳକ, ଶିହାବ,
ସୁବିମଳ, ରାତୁଲ ଏବଂ ଆରଓ ଅନେକେ । ସବାଇ ଏକସାଥେ ହଇଚଇ ଆର ଆନନ୍ଦେ
ସମୟ କାଟାଯ । ଦୁପୁରେ ବାଗାନେ ମିଛାମିଛି ବନତୋଜନ ହୟ । ବିକାଳେ ହୟ ଖେଳା ।
ଆର ରାତେ ଉଠାନେ ମାଦୁର ପେତେ ଗଞ୍ଜ ।

ଏବାର ଗ୍ରାମେ ତପୁ ଏକଟା ନତୁନ ଖେଳା ଶିଖିଲ । ନାମ କାନାମାଛି । କୀ ଯେ ମଜାର
ଖେଳା! ଅନେକେ ମିଲେ ଏକସାଥେ ଖେଳା ଯାଇ । ସେଦିନ ଖେଳାର ଶୁରୁତେ ରାତୁଲେର
ଦୁଇ ଚୋଖ କାପଡ଼ ଦିଯେ ବେଁଧେ ଦିଲ ସୋମା । ଏମନଟାଇ ନିଯମ । ତବେ ପ୍ରଥମେ କାର
ଚୋଖ ବାଁଧା ହବେ ସେଟା ନିଜେଦେଇ ଠିକ କରେ ନିତେ ହୟ । ପଲାଶ ପାଶ ଥିକେ
ବଲଲ, “ରାତୁଲ ସବ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଚେ । ସୋମା ଆପୁ, ତୁମି ଶକ୍ତ କରେ ବାଁଧୋ ନି ।”

সোমা রাতুলের চোখের সামনে একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরে বলল, “কয়টা
আঙুল বলো তো ?” রাতুল বলল, “পাঁচটা।”

সবাই একচোট হেসে উঠল। বোৰা গেল, রাতুল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

এরপর শুরু হলো আসল খেল। রাতুলের চারদিকে ঘূরতে লাগল সবাই।
একবাক মাছির মতো। কেউ তাকে হালকাভাবে ধাক্কা দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে
গায়ে টোকা। আর মুখে কাটছে মজার একটা ছড়া –

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

খেলার নিয়মমতো রাতুল এদিক ওদিক হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরার চেষ্টা
করছে। সেও ছড়া কাটছে –

আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না।
আনি মানি জানি না
পরের মেয়ে মানি না।



এমনি চলতে চলতে হঠাতে করে রাতুল কান্তাকে ধরে ফেলল। বলল, “এটা কান্তা আপু।” ব্যস, রাতুলের মুক্তি। চোখ বাঁধা হলো কান্তার। এবার সবাই চোখ বাঁধা কান্তাকে ঘিরে ঘূরতে শুরু করল। মুখে সেই ছড়া। কান্তাও খুব অল্প সময়ে ছড়া শিখে নিয়েছে।

বাড়ির পিছনের ছোট মাঠে খেলা চলছিল। এমন সময় ছোট মামা এলেন। বললেন, “আমায় নেবে তোমাদের সঙ্গে?” সবাই আনন্দে হইচই জুড়ে দিল। মামাও ছোটদের সঙ্গে তাঁর শৈশবে ফিরে গেলেন যেন। খেলা শেষে মামাকে ঘিরে গোল হয়ে বসল সবাই। তপু অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল, “মামা, তুমিও এ খেলা জানো?”

মামা হেসে উঠলেন। বললেন, “জানি মানে? এ তো অনেক পুরানো খেলা।”

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গ্রীষ্ম মিছামিছি বনভোজন ঝাঁক ছড়া শৈশব

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

মিছামিছি গ্রীষ্ম বনভোজনে ঝাঁকে ছড়া শৈশব

ক. আমরা কাল গিয়েছিলাম।

খ. বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস কাল।

গ. তিনি ছুটে এসেছেন।

ঘ. ঝাঁকে পাখি উড়ছে।

ঙ. মা আমাকে শিখিয়েছেন।

চ. আমার কেটেছে মামার বাড়িতে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ গড়ি।

গ্রাম

গ

গ

গ

(র-ফল)

গহ, অগ

গ্রীষ্ম

ঘ

ঘ

ঘ

উঘ, উঘা

৪. মুখে মুখে উভয় বলি ও লিখি।

ক. তপুর মামাবাড়ি কোথায়?

খ. সবাই কখন খেলা করে?

গ. নতুন শেখা খেলার নাম কী?

ঘ. রাতুলের চারপাশে সবাই কিসের মতো ঘুরতে লাগল?

৫. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. প্রথমে কার চোখ কাপড় দিয়ে বাঁধা হয়েছিল?

১. শিহাবের

২. সুবিমলের

৩. কেয়ার

৪. রাতুলের

খ. রাতে উঠানে মাদুর পেতে সবাই কী করে?

১. খেলে

২. ঘুমায়

৩. পড়ে

৪. গল্ল করে

গ. খেলার সময় রাতুলের সামনে আঙুল কে উচু করল?

১. সোমা

২. কান্তা

৩. তপু

৪. কনক

ঘ. মামা এসে কী করলেন?

১. বসতে চাইলেন

২. খেলতে চাইলেন

৩. বাড়ি ফিরে যেতে চাইলেন

৪. খেলতে মানা করলেন



৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বড়	ছোট	অনেক	অল্প	সামনে	পিছনে	আনন্দে	দুঃখে
-----	-----	------	------	-------	-------	--------	-------

ক. পদ্মা একটি নদী।

খ. গ্রামে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে।

গ. সবাই হইচই শুরু করল।

ঘ. আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হলে তাকানো যাবে না।

৭. বাক্যগুলো পড়ি। অবস্থান বোঝানো শব্দগুলো লিখি।

ক. আমরা বাগানে বনভোজন করছি। বাগানে.....

খ. ওরা উঠানে গল্প করছে।

গ. মাঠে খেলা চলছিল।

ঘ. সন্ধ্যার পর আকাশে চাঁদ উঠল।

ঙ. গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর।

৮. শব্দ খুঁজি। মালা বানাই।

এটি একটি শব্দখেলা। দুইজন বা কয়েকজন মিলে এটি খেলা যায়। খেলার নিয়ম এ রকম-প্রথম জন একটা শব্দ বলবে। যেমন: আম।

দ্বিতীয় জন আম শব্দটা বলে আমের শেষ বর্ণ দিয়ে একটা শব্দ তৈরি করবে।

যেমন: আম, মশা।

তৃতীয় জন এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করে নতুন শব্দের শেষ ব্যঙ্গনবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করবে। যেমন: আম, মশা, শামুক।

এভাবে শব্দের মালা তৈরির খেলা চলবে। শব্দমালার প্রতিটি শব্দ ধারাবাহিকভাবে বলতে হবে। কেউ না পারলে সে বাদ যাবে। তখন পরের জনের পালা আসবে।

এভাবে এক একজন ঝরে পড়ার পর শেষ জন বিজয়ী হবে।

৯. ছবি দেখি এবং ইচ্ছামতো পাঁচটি বাক্য লিখি।



ଆଦର୍ଶ ଛେଲେ

କୁସୁମକୁମାରୀ ଦାଶ

ଆମାଦେର ଦେଶେ ହବେ ସେଇ ଛେଲେ କବେ
କଥାଯ ନା ବଡ଼ ହେଁ କାଜେ ବଡ଼ ହବେ?
ମୁଖେ ହାସି, ବୁକେ ବଳ ତେଜେ ଭରା ମନ
‘ମାନୁଷ ହଇତେ ହବେ’— ଏହି ତାର ପଣ,
ବିପଦ ଆସିଲେ କାହେ ହେଉ ଆଗୁଯାନ,
ନାଇ କି ଶରୀରେ ତବ ରଙ୍ଗ ମାଂସ ପ୍ରାଣ?
ହାତ, ପା ସବାରି ଆଛେ ମିଛେ କେନ ଭୟ,
ଚେତନା ରଯେଛେ ଯାର ସେ କି ପଡ଼େ ରଯ ?
ସେ ଛେଲେ କେ ଚାଯ ବଳ କଥାଯ-କଥାଯ,
ଆସେ ଯାର ଚୋଖେ ଜଳ ମାଥା ଘୁରେ ଯାଯ ।
ସାଦା ପ୍ରାଣେ ହାସି ମୁଖେ କର ଏହି ପଣ—
‘ମାନୁଷ ହଇତେ ହବେ ମାନୁଷ ସଖନ’ ।
କୃଷକେର ଶିଶୁ କିଂବା ରାଜାର କୁମାର
ସବାରି ରଯେଛେ କାଜ ଏ ବିଶ୍ୱ ମାବାର,
ହାତେ ପ୍ରାଣେ ଖାଟ ସବେ ଶକ୍ତି କର ଦାନ
ତୋମରା ମାନୁଷ ହଲେ ଦେଶେର କଲ୍ୟାଣ ।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

আদর্শ কবে বল তেজ পণ চেতনা খাটা কল্যাণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

কল্যাণ কবে বল তেজ আদর্শ পণ চেতনা খাটা

ক. তুমি বাড়ি যাবে?

খ. আমাদের মানুষ হতে হবে।

গ. কঠিন কাজে মনের দরকার।

ঘ. আমরা দেশের করতে চাই।

ঙ. দেশের ভালোর জন্য আমদের করা উচিত।

চ. মানুষের আছে, পাথরের নেই।

ছ. যখন তখন দেখানো ভালো নয়।

জ. খুব হয়েছে, এখন বিশ্রাম নাও।

৩. মুখে মুখে উভয় বলি ও লিখি।

ক. আমাদের শিশুরা কিসে বড় হবে?

খ. আমাদের শিশুরা কী পণ করবে?

গ. বিপদ এলে শিশুরা কী করবে?

ঘ. কেমন ছেলেকে কেউ চায় না?

ঙ. শিশুদের কীভাবে খাটতে হবে?

চ. কেমন করে দেশের কল্যাণ হবে?



৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাম দিকের শব্দের সঙ্গে মিলাই।

ছেলে

বড়

হাসি

বিপদ

দেশ

চোখ

হাত

ছেট

মেয়ে

পা

বিদেশ

আপদ

কানা

কান



৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. দেশের জন্য কী রকম ছেলে / শিশু চাই?

১. কাজে নয় কথায় বড়

২. কথায় নয় কাজে বড়

৩. কথা বেশি কাজ কম

৪. কথা কম কাজ কম

খ. হাত, পা সবারি আছে মিছে কেন ভয়-কবি কেন এ কথা বলছেন?

১. সাহস জোগাবার জন্য

২. শক্তি অর্জনের জন্য

৩. বুদ্ধি দেওয়ার জন্য

৪. চরিত্রবান হওয়ার জন্য

গ. কবি কোন ধরনের ছেলে / শিশু প্রত্যাশা করেন?

১. কথায় কথায় যার চোখে জল আসে

২. অল্পতেই যার মাথা ঘুরে যায়

৩. যার চেতনা রয়েছে

৪. সবার সামনে যে সংকুচিত থাকে



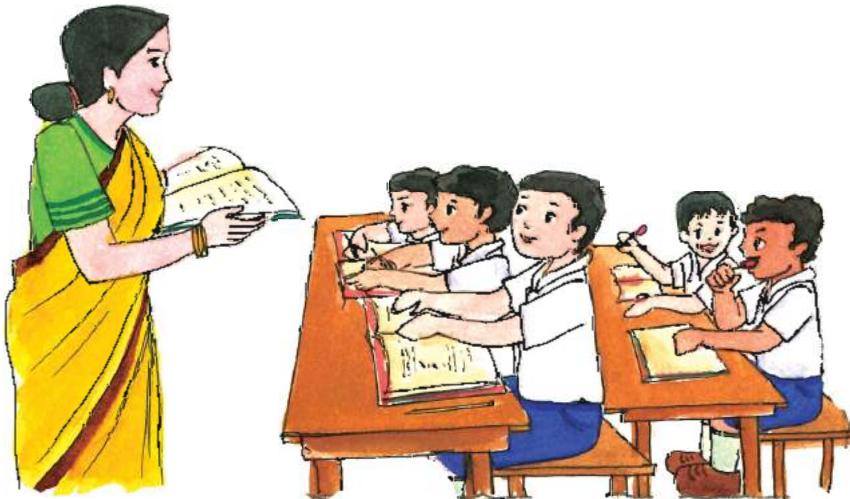
৬. নিচের শব্দগুলোতে প্রয়োজনমতো দাঁড়ি, কমা ও প্রশ্ন চিহ্ন বসিয়ে লিখি ও পড়ি।

- ক. হাত পা মুখ বুক কান নাক পিঠ কোমর
- খ. আমার নাম আলো
- গ. তুমি কোন শ্রেণিতে পড়
- ঘ. আমি রোজ বিদ্যালয়ে যাই আমার বিদ্যালয়ে যেতে ভালো লাগে

৭. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করি।

মানুষ বিপদ শরীর চেতনা কল্যাণ

৮. ছবি দেখি এবং ইচ্ছামতো তিনটি বাক্য লিখি।



৯. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

একজন পটুয়ার কথা

১৯৪৫ সাল। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সারা
বাংলায় ব্যায়াম ও শরীরচর্চা প্রতিযোগিতার খবর।
তাতে প্রথম হয়েছেন একজন শিল্পী। ছবি
আঁকার স্কুলে পড়েন তিনি। তিনি ‘মিস্টার বেঙ্গল’
হয়েছেন। পত্রিকায় ছবি বের হলো। চারদিকে
হইচই পড়ে গেল। এভাবে যিনি সবাইকে তাক
লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আর কেউ নন। তিনি
শিল্পী কামরুল হাসান।

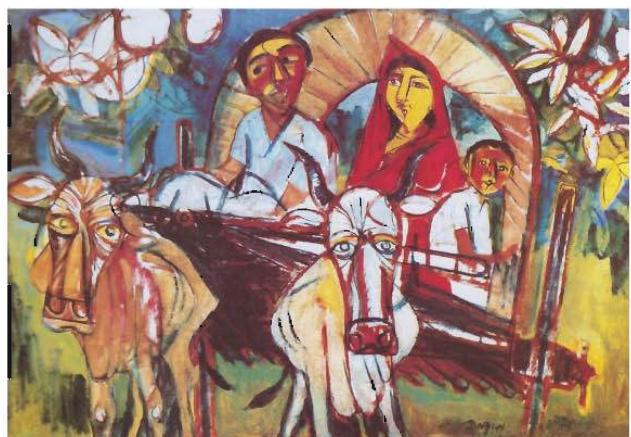


নেহেম
৭/৮৪

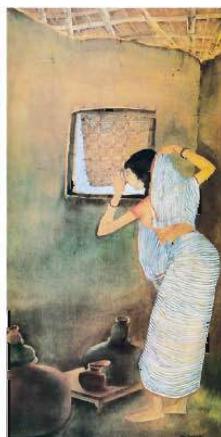
তারপর অনেক দিন কেটে গেছে।

১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধের বছর। পাকিস্তানি সেনাশাসক ইয়াহিয়া ক্ষমতায়।
তার হুকুমেই বাংলাদেশে নির্মম গণহত্যা হয়। তার চেহারাকে দানবের
মতো করে আঁকলেন তিনি। বাংলাদেশের মানুষ আবার তাঁকে নতুনভাবে
জানতে পারল। ইনি সেই শিল্পী কামরুল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয়
পতাকার চূড়ান্ত নকশা করেছেন তিনি।

তাঁর জন্ম কলকাতায়। বাড়ি বর্ধমান জেলার নারেঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম
মোহাম্মদ হাশিম। মাঝের নাম আলিয়া খাতুন।



নাইওর



উকি



তিন কন্যা

ছেটবেলায় তিনি যে স্কুলে পড়তেন সেখানে ছবি আঁকা শেখানো হতো। এভাবে আঁকার প্রতি বৌক সৃষ্টি হলো। বাবা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন কলকাতা মাদরাসায়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছবি আঁকার স্কুলে পড়বেন। বাবা শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করালেন। বললেন, পড়ার খরচ তিনি দেবেন না।

পড়ার খরচ জোগাতে তিনি কাজ করেছেন পুতুলের কারখানায়।

তবে কামরূপ কেবল ছবি আঁকা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না। পাশাপাশি শরীরচর্চা করেছেন। দেশসেবক তরুণদের সংগঠন ব্রতচারীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন খাঁটি বাঙালি হওয়ার শিক্ষা।

শুধু করেছেন গ্রামের সাধারণ ছবি আঁকিয়েদের। ঐদের ‘পটুয়া’ বলা হয়। নিজেকে ‘পটুয়া’ বলে পরিচয় দিতে তাঁর গর্ব হতো। ব্রতচারীদের নিয়মনীতি তিনি মেনে চলেছেন। এর মধ্যে ছিল –

খিচুড়ি ভাষায় বলিব না।
ভুলেও ভুঁড়ি বাড়াইব না।
খিদে না থাকিলে খাইব না।
বিপদ বাধায় ডরিব না।
বিলাসিতা ভাব পুষিব না।
রাগ পাইলেও রুষিব না।
দুঃখেও হাসিতে ভুলিব না।
দেমাগেতে মনে ফুলিব না।
অসত্য চাল চালিব না।
দৈবে ভরসা রাখিব না।
চেষ্টা না করে থাকিব না।
বিফল হলেও ভাগিব না।
ভিক্ষা জীবিকা মাগিব না।
কথা দিয়ে কথা ভাঙ্গিব না।

ব্রতচারীদের এসব শিক্ষা তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। সব সময় তিনি সহজ সরল জীবনযাপন করেছেন। কামরূপ হাসান যুক্ত হয়েছিলেন শিশু-কিশোর সংগঠনের সঙ্গে। মুকুল ফৌজের নায়ক ছিলেন। কিশোরদের তিনি ব্যায়াম শেখাতেন। সহজ সরল জীবনের কথা তাদের বলেছেন। শিখিয়েছেন সতত। শিখিয়েছেন দেশকে ভালোবাসতে, মানুষকে ভালোবাসতে।

মানুষ ও দেশকে ভালোবাসতেন তিনি। সে জন্য ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। ‘তিন কন্যা’, ‘নাইওর’, ‘উকি’ ইত্যাদি তাঁর ছবির নাম। আমরাও তাঁর মতো দেশকে ভালোবাসব। ছবিকে ভালোবাসব। মানুষকে ভালোবাসব।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ব্যায়াম হইচই সেনাশাসক নকশা মাদরাসা দানব কারখানা
ব্রতচারী সততা পটুয়া সংগঠন মুকুল ফৌজ কিশোর নাইওর নায়ক

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

নকশা মুকুল ফৌজের সেনাশাসক দানব সংগঠনে

ক. ইয়াহিয়া ছিলেন।

খ. ছবিতে ফুলপাতার আঁকা হয়েছে।

গ. খারাপ কাজ করে মানুষও হয়ে উঠে।

ঘ. আমরা শিশু কাজ করি।

ঙ. মিতু সদস্য।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বেঙ্গাল	জ	ঙ	গ
ব্যস্ত	স্ত	স	ত

অজ্ঞা, বজ্ঞা
সমস্ত, তিস্তা

৪. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও শিখি।

ক. কামরূল হাসান ‘মিস্টার বেঙ্গাল’ হয়েছিলেন কোন প্রতিযোগিতায়?

১. ছবি আঁকা
২. ব্যায়াম ও শরীরচর্চা
৩. গান রচনা
৪. ব্রতচারী

খ. কামরূল হাসান কার চেহারাকে দানবের মতো করে এঁকেছিলেন?

- | | |
|-------------|------------------|
| ১. আইয়ুবের | ২. ইয়াহিয়ার |
| ৩. ভুট্টোর | ৪. মোনায়েম খাঁর |

গ. কোনটি কামরূল হাসানের চিত্র?

- | | |
|------------|----------|
| ১. সংগ্রাম | ২. রোপণ |
| ৩. নাইওর | ৪. কবুতর |

৫. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. চারদিকে পড়ে গেল।

নকশা

খ. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত
করেছেন তিনি।

পটুয়া

গ. নিজেকে বলে পরিচয় দিতে তাঁর গর্ব হতো।

সহজ সরল

ঘ. তিনি জীবনযাপন করতেন।

হইচই

৬. মুখে মুখে উভর বলি ও লিখি ।

- ক. কামরূল হাসানের জন্ম কোথায় ?
খ. কামরূল হাসানের গ্রামের নাম কী ?
গ. পড়ার খরচ জোগাতে কামরূল হাসান কোথায় কাজ করেছেন ?
ঘ. কোন সংগঠনে মুক্ত হয়ে কামরূল হাসান দেশসেবার দীক্ষা নিয়েছেন ?
ঙ. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা এঁকেছেন কে ?
চ. কামরূল হাসান নিজেকে ‘পটুয়া’ পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন কেন ?
ছ. ব্রতচারীদের তিনটি নিয়মনীতি লিখি ।
জ. কামরূল হাসানের তিনটি ছবির নাম লিখি ।

৭. বিপরীত শব্দ জেনে নিই । খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি ।

খাটি নকল

- ক. জিনিস বর্জন করা উচিত ।
৮. কি, কী, কে, কোন, কখন, কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নশব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নবাক্য তৈরি হয় । বাক্যে প্রশ্নশব্দের ব্যবহার দেখি ।
- ক. কামরূল হাসান **কি** ছবি আঁকার স্কুলে পড়তেন ?
খ. তাঁর বাবা **কী** করতেন ?
গ. **কে** বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত নকশা করেছেন ?
ঘ. **কোন** শহরে কামরূল হাসানের জন্ম ?
ঙ. **কখন** তিনি ‘মিস্টার বেঙ্গাল’ হন ?
চ. কামরূল হাসানের বাড়ি **কোথায়** ?
৯. কি, কী, কে, কোন, কখন, কোথায় প্রশ্নশব্দগুলো ব্যবহার করে একটি করে বাক্য লিখি ।



ঘুড়ি

আবুল হোসেন

ঘুড়িরা উড়িছে বন মাথায়।
হলুদে সবুজে মন মাতায়।
গোধূলির ঝিকিমিকি আলোয়
লাল-সাদা আর নীল কালোয়
ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়।

ঘুড়িরা উড়িছে হালকা বায়,
একটু পড়িলে টান সুতায়
আকাশে ঘুড়িরা হোঁচট খায়।
সামলে তখন রাখা যে দায়,
উঠিছে নামিছে টালমাটাল
ভারি যে কঠিন ঘুড়ির চাল।

ভারি যে কঠিন ঘুড়ির চাল,
সাধ্য কি চিল পায় নাগাল !
পঁয়াচ লেগে ঘুড়ি কেটে পালায়
আকাশের কোথা কোন কোণায়।
ঘুড়িরা পড়িছে হাতেতে কার,
খবর রেখেছে কেউ কি তার ?



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গোধূলি হোচ্ট চাল টালমাটাল

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

চাল হোচ্ট গোধূলি

ক. সাবধানে চলো, ভাঙা রাস্তায় খেয়ে পড়বে।

খ. ঘুড়ি উড়াতে নানা খাটাতে হয়।

গ. বেলায় আকাশ নানা রঙে রঙিন হয়ে উঠে।

৩. কথাগুলো বুঝে নিই।

বন মাথায় – বনের মাথায়।

মন মাতায় – মনকে মাতায়।

হালকা বায – হালকা বাতাসে।

টালমাটাল – টলমল অবস্থা। পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

নাগাল পাওয়া – ধরতে পারা। কাছে যেতে পারা।

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কবি কতো রঙের ঘুড়ির কথা বলেছেন?

খ. ঘুড়ি কোথায় উড়ে যায়?

গ. ঘুড়ি যখন অনেক উপরে উঠে তখন কেমন অবস্থা হয়?

ঘ. ঘুড়ি কেটে যাওয়ার পরে কোথায় যায়?

৫. ঠিক উভরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. আকাশে ঘুড়িরা কী করে?

১. ঘুরে বেড়ায়

২. পাঁচ লাগায়

৩. হোঁচট খায়

৪. ছুটে পালায়

খ. কখন ঘুড়ির অবস্থা টালমাটাল হয়?

১. সন্ধিয়ার অল্প আলোয় ২. সুতার টান পড়লে

৩. বাতাসের বেগ বাড়লে ৪. পাঁচ লেগে কেটে গেলে

গ. চিলেরা ঘুড়ির নাগাল পায় না। কারণ –

১. বাতাসে ঘুড়ি টালমাটাল হয়

২. চিলের চেয়ে ঘুড়ি উঁচুতে উড়ে

৩. ঘুড়ি কৌশলে উড়ানো হয়

৪. ঘুড়ি কেটে অনেক দূরে যায়



৬. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. হলুদে সবুজে

নীল কালোয়/মন মাতায়

খ. একটু পড়িলে

টান সুতায়/হোঁচট খায়

গ. উঠিছে নামিছে

ঘুড়ির চাল/টালমাটাল

ঘ. পাঁচ লেগে ঘুড়ি

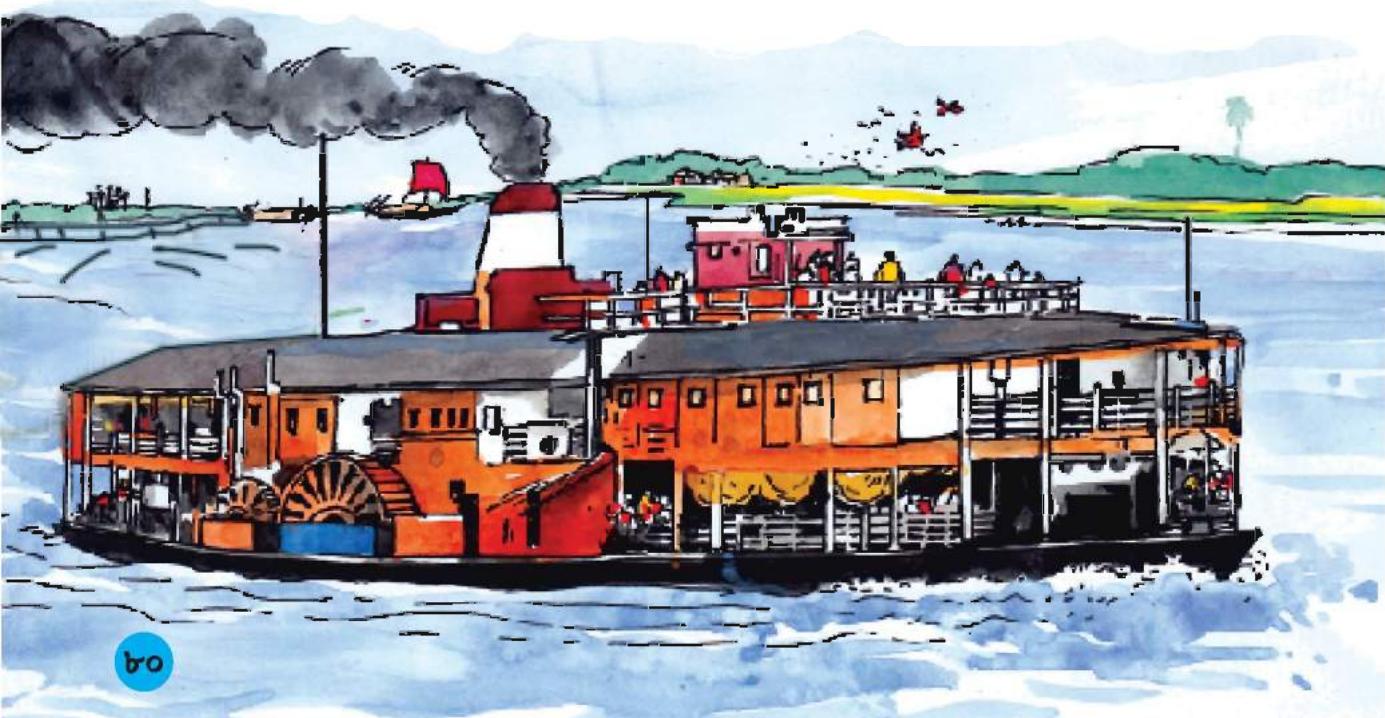
কোথায় যায়/কেটে পালায়

স্টিমারের সিটি

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। অনেক দিন স্কুল ছুটি। মা-বাবা এই ছুটিতে ঢাকার বাইরে কোথাও বেড়ানোর কথা বললেন। আমরা আনন্দে নেচে উঠলাম। ঠিক হলো, আমরা নদীপথে চাঁদপুরে যাবো। নদীপথে ভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবো। বাবা জানালেন, “আমাদের ভ্রমণ হবে রকেট স্টিমারে”। এটিও আমাদের সকলের জন্য খুবই খুশির খবর। অনেকের কাছে গল্প শুনেছি, রকেট স্টিমারে চাড়ার মজাই আলাদা।

শীতের সকাল। আটটার মধ্যে আমরা পৌছে গেলাম ঢাকার সদরঘাটে। মা-বাবার সঙ্গে আমার ছোট ভাই তনু ও ছোট বোন নিনা। সাড়ে আটটায় ছাড়বে স্টিমার। স্টিমার ছাড়ার আগেই আমরা নিচতলা ও দোতলায় ডেকে ঘুরে বেড়ালাম।

এর মধ্যে হঠাৎ ভোঁ করে স্টিমারের সিটি বাজল। স্টিমার ছাড়ার সময় হলো। স্টিমারের দুই পাশে চাকা। চাকার অর্ধেকটা পানির মধ্যে, বাকিটা উপরে। দুইটি চাকা ঘুরে স্টিমারকে সচল করে তুলল। এটি দেখার মতো একটি দৃশ্য।

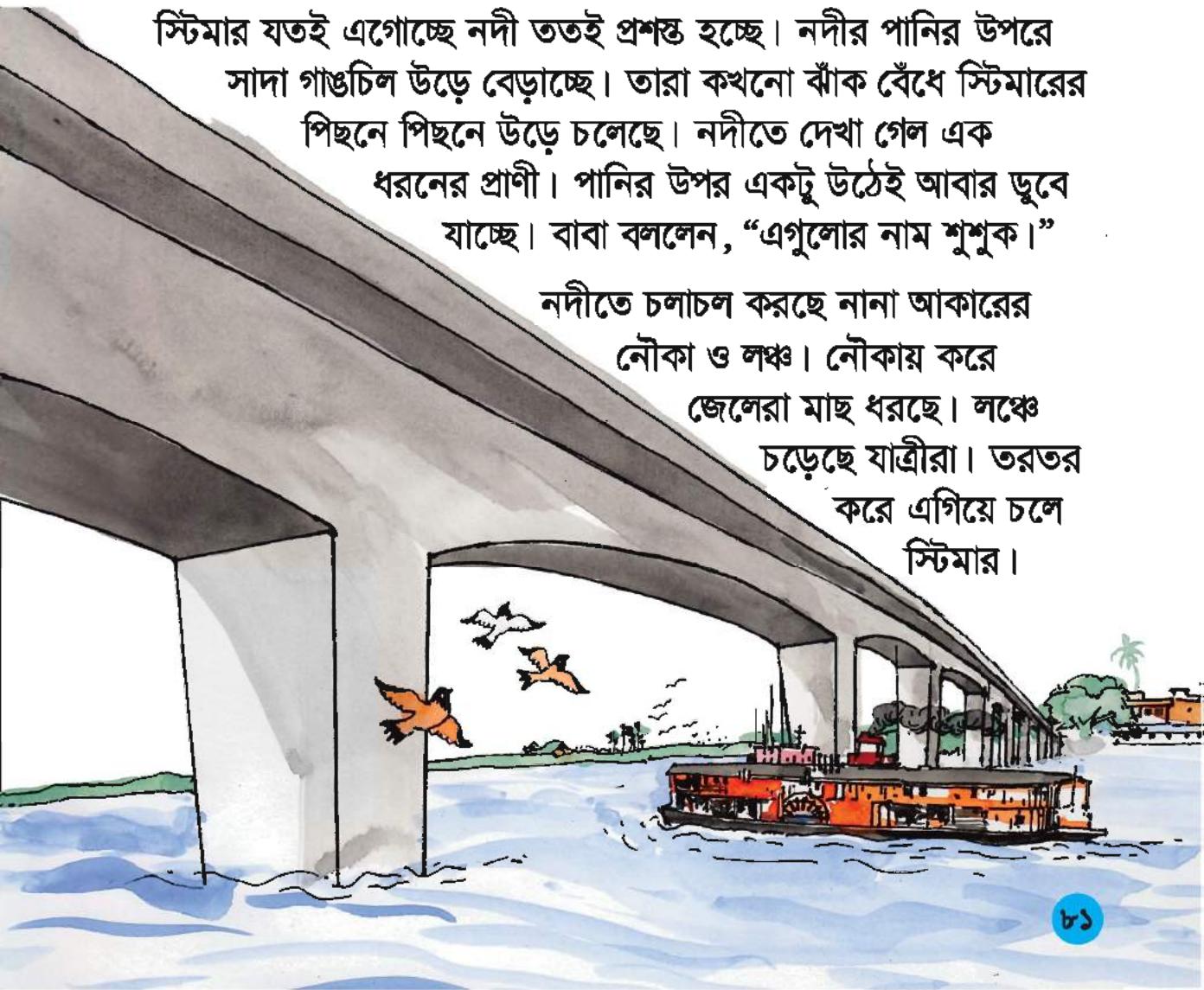


স্টিমার ক্রমশ সদরঘাট পেরিয়ে এগিয়ে চলছে। দেখলাম বুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজ। তার নিচ দিয়ে আমাদের স্টিমার যাচ্ছে। সেও এক সুন্দর দৃশ্য।

যেতে যেতে বুড়িগঙ্গার দুই পাড়ের দৃশ্য দেখছি আমরা। তারপর একসময় স্টিমার এলো মুঙ্গিগঞ্জে। দেখা গেল ধলেশ্বরী নদীর মোহনা। তারপর আরও একটু এগিয়ে দেখা গেল নারায়ণগঞ্জ। পৌছে গেলাম শীতলক্ষ্যা নদীর মোহনায়। স্টিমার এক সময় মেঘনা নদীতে পড়ল। দুই তীরের দৃশ্যে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। একদিকে শ্যামল শস্যের বিস্তীর্ণ মাঠ, আরেক দিকে দূরে গাছপালায় ঘেরা গ্রাম। মাঝখানে নদীর বিপুল জলধারা।

স্টিমার যতই এগোচ্ছে নদী ততই প্রশংসন্ত হচ্ছে। নদীর পানির উপরে সাদা গাঞ্জচিল উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা কখনো ঝাঁক বেঁধে স্টিমারের পিছনে পিছনে উড়ে চলেছে। নদীতে দেখা গেল এক ধরনের প্রাণী। পানির উপর একটু উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে। বাবা বললেন, “এগুলোর নাম শুশুক।”

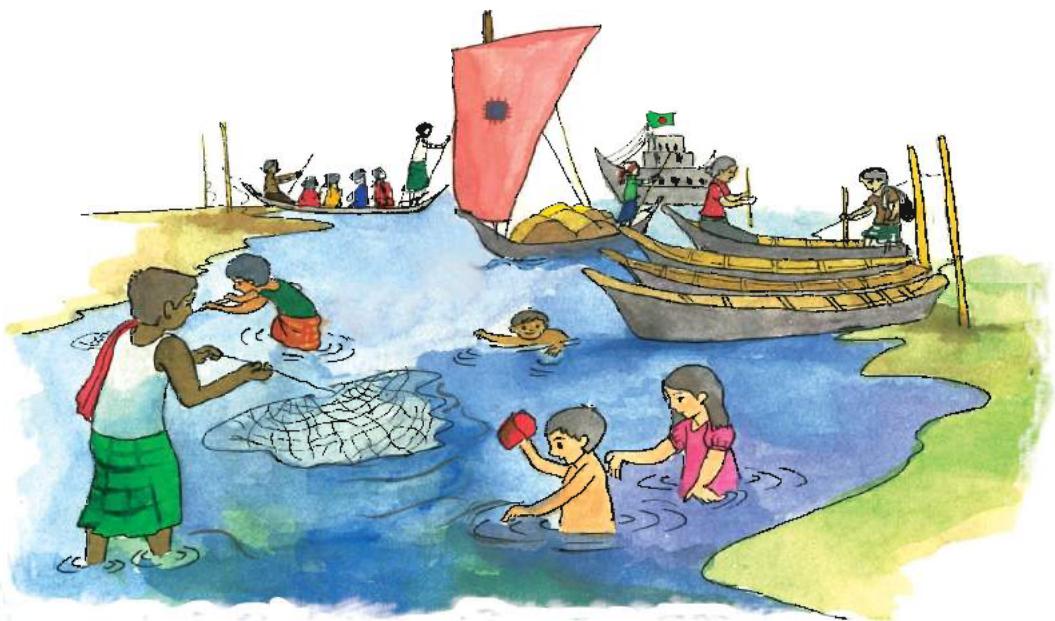
নদীতে চলাচল করছে নানা আকারের নৌকা ও লক্ষ। নৌকায় করে জেলেরা মাছ ধরছে। লক্ষে চড়েছে যাত্রীরা। তরতর করে এগিয়ে চলে স্টিমার।



তনু বাইনোকুলার দিয়ে নদী ও নদীতীরের দৃশ্য দেখছে। আর নিনা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছে। স্টিমার থেকে তীরের ঘরবাড়িগুলো খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নদীর ঘাটে মানুষ গোসল করছে। কোথাও মহিলারা কাপড় কাচছে। কোনো ঘাটে আবার যাত্রীবাহী নৌকা ভিড়ানো। যাত্রীরা তাতে উঠানামা করছে।

আমি, তনু ও নিনা একসময় উঠে গেলাম স্টিমারের ছাদে। ছাদে রয়েছে কাঞ্চানের একটি ছোট ঘর। সেখান থেকেই তিনি সিটি বাজাচ্ছেন।

মেঘনা নদী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে সেখানে একসময় এসে গেল স্টিমার। সেখানে এক তীর থেকে আরেক তীর আর দেখা যায় না। শুধু পানি আর পানি। এর কাছেই চাঁদপুর। স্টিমার চলে এলো চাঁদপুরের কাছে। চাঁদপুর ইলিশ মাছ ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত। মেঘনা নদী থেকে স্টিমার ঢুকবে একটি ছোট নদীতে। নদীটির নাম ডাকাতিয়া। নদীতে খুবই স্রোত। স্টিমারের গতি কমে গেল। আবার বেজে উঠল স্টিমারের সিটি। ধীরে ধীরে ঘাটে এসে ভিড়ল স্টিমার। এর মধ্যে শুরু হলো লাল জামা পরা কুলিদের হইচই। এবার আমাদের নামার পালা। শেষ হলো আমাদের আনন্দ ভ্রমণ।



অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বার্ষিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রশন্ত শ্যামল শস্য কাঞ্চন দৃশ্য
বিস্তীর্ণ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অভিজ্ঞতা ভ্রমণে প্রশন্ত কাঞ্চনের শ্যামল শস্য

ক. নতুন নতুন জায়গা দেখলে হয়।

খ. আনন্দ হয়।

গ. বাংলার প্রকৃতির রূপ।

ঘ. মাঠে ফলে।

ঙ. ছাদে রয়েছে একটি ছোট ঘর।

চ. মেঘনা নদী অনেক।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

বার্ষিক	ষ	্য	ষ	বষ, হষ
অভিজ্ঞতা	জ্ঞ	জ	ঞ	বিজ্ঞ, বিজ্ঞান
স্টিমার	স্ট	স	ট	পোস্টার, ডাস্টার
কাঞ্চন	ঙ্গ	প	ত	সঙ্গ, দীঙ্গ

৪. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. নদীপথে কোথায় যাওয়া ঠিক হলো?

১. বরিশাল ২. খুলনা

৩. চাঁদপুর ৪. মুসিগঞ্জ

খ. তনু সাথে করে কী নিয়ে এসেছিল?

১. বই ২. ক্যামেরা

৩. খাবার ৪. বাইনোকুলার

গ. হঠাতে করে পানির ভিতর থেকে কী লাফ দিল?

১. শুশুক ২. মাছ

৩. কুমির ৪. ইলিশ মাছ

ঘ. পদ্মা এবং মেঘনা যেখানে মিশেছে সেখানে দেখা যায় না-

১. পানি ২. নৌকা

৩. তীর ৪. জলও

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. চাঁদপুর কেন বিখ্যাত?

খ. তনু ও নিনা নদী তীরে কী দেখেছিল?

গ. মেঘনা ও পদ্মাৱ সংযোগস্থল দেখতে কেমন?

ঘ. সিটমারের পিছনে কাঁক বেঁধে উড়ে কোন পাখি?

ঙ. সিটমারের সিটি বাজে কেমন করে?

৬. নদীপাড়ের দৃশ্য সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

৭. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. স্টিমারের সিটিটা হঠাৎ করে বেজে উঠল।

ইলিশ মাছ

খ. নদীপথে ভ্রমণের নতুন লাভ করব।

আটটার

গ. মধ্যে আমরা পৌছে গেলাম ঢাকার সদরঘাটে।

গাঞ্চিল

ঘ. নদীর পানির উপরে সাদা উড়ে বেড়াচ্ছে।

ভেঁ

ঙ. চাঁদপুর ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

অভিজ্ঞতা

৮. জোড় শব্দগুলো আলাদা করে পড়ি ও লিখি।

নদীপথ	নদী	পথ
নীচতলা
জলধারা
ঘরবাড়ি
ছেলেমেয়ে
নদীবন্দর

৯. দুইটি বাক্য জুড়ে একটি বাক্য তৈরি করি ও লিখি।

ক. আমরা ডিম পরোটা খেলাম।

খ. আমরা চা খেলাম।

আমরা ডিম, পরোটা **ও** চা খেলাম।

ক. চাঁদপুর ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত।

খ. চাঁদপুর নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

.....

ক. নদীর ঘাটে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটছে।

খ. নদীর ঘাটে মহিলারা কাপড় কাচছে।

.....

পাত্রা দেওয়ার রূপ

কাসে পড়াছিলেন সাহানা আপা। এমন সময় একটি বিজ্ঞি এলো। আপা
বললেন, “একটা পাত্রা দেওয়ার রূপ আছে।” আপা রূপটি পড়লেন।

মীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বার্ষিক মৈড়া প্রতিবেদিতা

আগামী শিক্ষণ ভারিখে বার্ষিক মৈড়া প্রতিবেদিতা হবে। দুইটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীরা
নাম দিতে পারবে। প্রথম, বিজীয় ও ফুরীয় প্রেশির ছাত্রছাত্রীরা ‘ক’ বিভাগে নাম
দিবে। আর চতুর্থ ও পঞ্চম প্রেশির ছাত্রছাত্রীরা ‘খ’ বিভাগে নাম দিবে।

খেলার বিষয়:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ১. ৫০ মিটার সৌভ | ৫. বড়া সৌভ |
| ২. ১০০ মিটার সৌভ | ৬. মোরস সৌভ |
| ৩. বিকুটি সৌভ | ৭. অজন সৌভ |
| ৪. মাইকেল সৌভ | ৮. যলে রাখার খেলা |

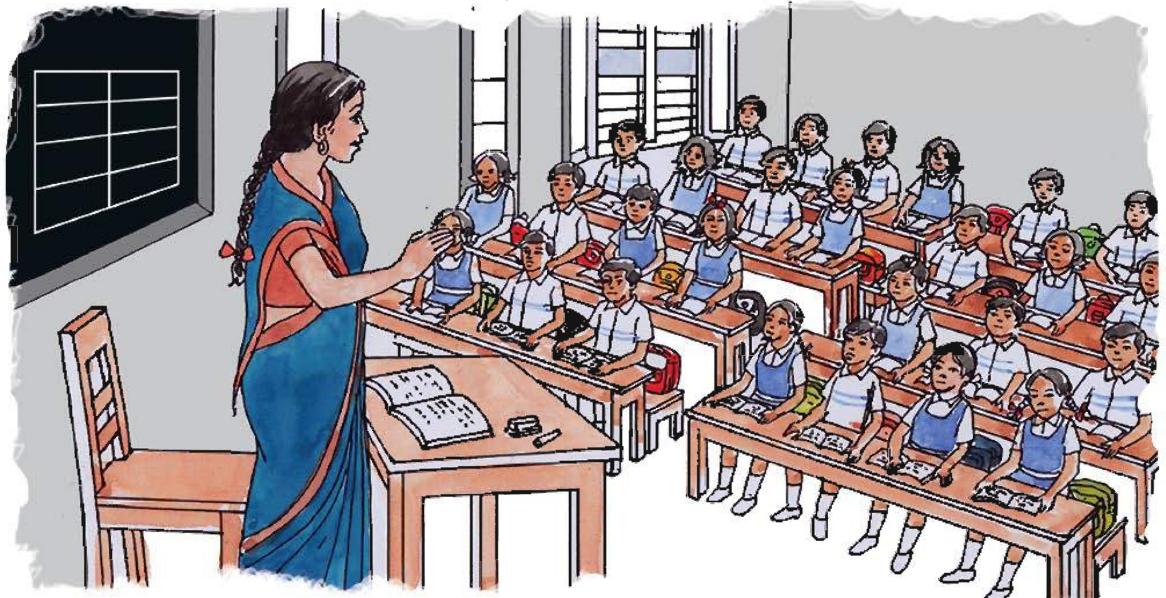
নিয়ম: ১. অঙ্গকে সর্বমোট তিনটি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২. যে কেউ ‘যেমন খুশি তেমন সাজো’ বিষয়ে অল্প নিতে পারবে।

সকল প্রেশিতে হক দেওয়া হলো। ভাবে প্রতিবেদিতার নাম, বিভাগ, প্রেশি,
অল্প, খেলার নাম শিখে হক পূরণ করবে। আগামী ডেইন তালিখের মধ্যে
প্রেশি শিক্ষকের কাছে হক জয়া দিতে হবে।

মানসুনা বেলায়
প্রধান শিক্ষক
মীলগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ঘোষণা শোনার পর শানু ও কবির হাত তুলল। আপা জিজ্ঞাসা করলেন, “কী হলো? একজন বলো।” শানু বলল, “কীভাবে ছক পূরণ করব আপা?”



আপা বললেন, “ঘোষণাটি আমি বিজ্ঞাপন বোর্ডে লাগিয়ে দিচ্ছি। আর আমি একটা ছক আমার নামে বোর্ডে পূরণ করে দেখিয়ে দিই। তোমরা সেটা অনুসরণ করো।”

খেলায় নাম দেওয়ার ছক

নাম: সাহানা হক

শ্রেণি: তৃতীয়

রোল নম্বর: ৩

বিভাগ: ক

যে খেলা খেলতে ইচ্ছুক তার নাম:

১. ৫০ মিটার দৌড়
২. মোরগ লড়াই
৩. মনে রাখার খেলা
৪. যেমন খুশি তেমন সাজো

অনুশীলনী

১. ঘোষণা পড়ে নিজে নিজে ছকটি পূরণ করি।

নাম:

শ্রেণি:

রোল নম্বর:

বিভাগ:

যে খেলা খেলতে ইচ্ছুক তার নাম:

- ১.
- ২.
- ৩.
- ৪.

২. খেলায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।



৩. ক্রমবাচক শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠি
সপ্তম অষ্টম নবম দশম

৪. ক্রমবাচক শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

প্রথম – শিমুল মোরগ লড়াই খেলাতে **প্রথম** হয়েছে।

দ্বিতীয় –

তৃতীয় –

চতুর্থ –

পঞ্চম –

ষষ্ঠি –

সপ্তম –

অষ্টম –

৫. ক্রমবাচক শব্দ লিখে নিচের ছকটি পূরণ করি।

নিচে আমার বন্ধুদের নাম এবং তাদের ফলাফল ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখি:

ফলাফল	বন্ধুদের নাম
প্রথম	

ବଡ଼ କେ?

ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର

ଆପନାକେ ବଡ଼ ବଲେ
ବଡ଼ ସେଇ ନୟ,
ଶୋକେ ଯାରେ ବଡ଼ ବଲେ
ବଡ଼ ସେଇ ହୟ ।
ବଡ଼ ହୋଯା ସଂସାରେତେ
କଠିନ ବ୍ୟାପାର,
ସଂସାରେ ସେ ବଡ଼ ହୟ,
ବଡ଼ ଗୁଣ ଯାର ।
ଗୁଣେତେ ହଇଲେ ବଡ଼,
ବଡ଼ ବଲେ ସବେ,
ବଡ଼ ଯଦି ହତେ ଚାଓ
ଛୋଟ ହୋ ତବେ ।

(ସଂକ୍ଷେପିତ)

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧. ଶଦ୍ଗୁଲୋ ପାଠ ଥେକେ ଖୁଜେ ବେର କରି । ଅର୍ଥ ବଲି ।

କଠିନ ବ୍ୟାପାର ସଂସାର

୨. ସରେର ଭିତରେ ଶଦ୍ଗୁଲୋ ଖାଲି ଜାଯଗାୟ ବସିଯେ ବାକ୍ୟ ତୈରି କରି ।

ବ୍ୟାପାର କଠିନ

କ. କଥନୋ କଥନୋ ଆମାଦେଇ କାଜ କରତେ ହୁଏ ।

ଖ. ସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, କୀ ?

୩. ମୁଖେ ମୁଖେ ଉତ୍ତର ବଲି ଓ ଲିଖି ।

କ. ବଡ଼ କେ ?

ଖ. ସଂସାରେ କୀଭାବେ ବଡ଼ ହେଉଯା ଯାଏ ?

ଗ. କାକେ ସକଳେ ବଡ଼ ମନେ କରେ ?

୪. ବାନାନ ଓ ଅର୍ଥର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମନେ ରାଖି ।

ଗୁଣ-ଭାଲୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ଛେଳେଟିର ଅନେକ ଗୁଣ ଆଛେ ।

ଗୁଣ- ନୌକା ଟାନାର ଦଡ଼ି । ମାଝି ଗୁଣ ଟାନଛେ ।

୫. ପରେର ଚରଣଟି ବଲି ଓ ଲିଖି ।

ଗୁଣେତେ ହଇଲେ ବଡ଼,

.....,

ବଡ଼ ଯଦି ହତେ ଚାଓ

..... |



৬. ঠিক উভয়টি বাছাই করে বলি ও লিখি।

ক. প্রকৃত বড় কে?

১. যে অনেক ধনসম্পদের মালিক
২. লোকে যারে ছোট বলে
৩. যে ধনসম্পদ চায় না
৪. যার বড় গুণ আছে

খ. সত্যিকারের বড় হতে হলে কী গুণ থাকা দরকার?

১. নিজেকে ছোট করে দেখা
২. সব কাজে নিজেকে প্রকাশ করা
৩. অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা
৪. শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করা

৭. বুঝে নিই।

সংসারেতে — পৃথিবীতে। জীবনে।

বড় যদি হতে চাও — জীবনে সফল হতে হলে।

ছোট হও — বিনয়ী হও। অহংকার করো না।

৮. কবিতাটি লিখি।

৯. সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করি।



১০. বাক্য রচনা করি।

বড় – গাছটি অনেক বড়।

ছোট
কঠিন
ব্যাপার
গুণ

১১. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

- | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| ক. আপনাকে | বলে বড় সেই নয়, | বড়/ছোট/খাটো |
| খ. বড় হওয়া সংসারেতে | ব্যাপার, | দুঃখের/সহজ/কঠিন |
| গ. সংসারে সে বড় হয়, বড় | যার। | রাগ/গুণ/মন |



নিরাপদে চলাচল

পরীক্ষা শেষ। ছবি আর ইজাজ মায়ের সঙ্গে ঢাকা এলো। ওদের ছেট
মামা জামিল। তাঁর বাসায় উঠল। বায়না ধরল শিশুপার্ক, চিড়িয়াখানা
সবকিছু দেখাতে হবে। মামাতো বোন টিয়ার বয়স পাঁচ বছর। সে বলল,
“আমিও যাব।” জামিল বললেন, “শুরুবারে নিয়ে যাব।”

শুরুবার দুপুরের পর সবাই জামা-জুতা পরে তৈরি হলো। মামা ওদের
নিয়ে নিজের ছেট গাড়িতে চড়লেন। শুরুবার হলে কী হবে? ওদের
মতো আরও অনেকেই

বেরিয়েছে। রাস্তায় বেশ
ভিড়। খামারবাড়ি থেকে
বের হয়ে ফার্মগেট
পার হলো গাড়ি। বাথুল
মটরের সামনেই গাড়ি
থামালেন জামিল। ছবি
জানতে চাইল, “গাড়ি
কেন থামল মামা?”
জামিল বললেন, “ডান



দিকে তাকাও। ওই যে লালবাতি জ্বলছে। একে বলে ট্রাফিক বাতি। লালবাতি
জ্বললে গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাবে। তখন পথচারীরা যেতে পারবে। তারপরে
সবুজ বাতি জ্বললে আমরা যেতে পারব।”

জামিল রাস্তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটি উঁচু সেতু দেখালেন।
বললেন, “উটাকে বলে ফুটওভারব্রিজ। দেখ, লোকজন উটা দিয়ে হেঁটে রাস্তার
এপার থেকে ওপার যাচ্ছে। এখানে রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক।
ফুটওভারব্রিজ দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।”

উত্তর

মৎস্য ভবন

কাকরাইল

প্রেসক্লাব

হঠাৎ টিয়া চিৎকার করে সামনের দিকে দেখাল। সবাই সেদিক তাকাল। আড়াআড়ি পথ দিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি চলছিল। সেখান দিয়ে সাদা ছড়ি হাতে একজন বৃদ্ধ লোক রাস্তা পার হতে যাচ্ছিলেন। একজন ট্রাফিক পুলিশ লোকটিকে রাস্তার কিনারে নিয়ে এলেন। জামিল আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলেন। সেটা চলল শাহবাগের দিকে। বললেন, “নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। একটু সামনে গেলেই দেখতে পাবে।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি শাহবাগে থামল। আবার ট্রাফিক সিগন্যালে লালবাতি জ্বলে উঠেছে। রাস্তার দুই দিকের সব যানবাহন থেমে গেল। সামনের রাস্তাতেই চওড়া জায়গায় সাদা-কালো রং করা। সেখান দিয়ে অনেক পথচারী রাস্তা পার হচ্ছেন। জামিল বললেন, “ইজাজ দেখেছ, এখানে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া যায়। এটাকে বলা হয় জেব্রাক্রসিং।”

শিশুপার্কে অনেক কিছু দেখল সবাই। ইজাজ, ছবি, টিয়াকে জামিল দ্রুতে, ঘোড়ায়, নাগরদোলায় চড়ালেন। বেলুন, বাঁশি কিনে গাড়িতে ফিরে চলল ওরা। রমনা পার্কের পাশ দিয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেল গাড়ি। রাস্তার এপার ওপারজুড়ে বেশ উঁচুতে একটা অনেক বড় বোর্ড। বোর্ডটি সবুজ রঙের, তাতে সাদা তীরচিহ্ন দিয়ে স্থানের নাম লেখা-ওরা বাঁ দিকের রাস্তায় এগিয়ে গেল। মগবাজারের দিকে যাবে।

মগবাজার পার হতেই একটানা ঘণ্টাধৰনি শোনা গেল। কান পেতে ইজাজ সেটা শুনল। তারপর জানতে চাইল, “এটা কিসের শব্দ মামা?” জামিল বললেন, “সামনেই লেভেলক্সিং। লেভেলক্সিংয়ে রাস্তার দুই পাশে গেট থাকে। রেলগাড়ি যাওয়ার সময় দুই দিকের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।”

বলতে বলতেই ঝকঝক শব্দ করে একটি রেলগাড়ি ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ছবি ও ইজাজ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল। রেললাইন পার হয়ে বেশ তাড়াতাড়ি তেজগাঁও ফ্লাইওভারে চলে এলো গাড়ি। উড়ালসেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় খুব আনন্দ পেল ছবি, টিয়া, ইজাজ। তারপর তাড়াতাড়ি খামারবাড়িতে জামিলের বাসায় চলে এলো। মজা করে খাওয়া হলো। একসময় ইজাজ বলল, “চাকায় অনেক ভিড়। আমাদের ছোট শহরে ভিড় নেই। যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া যায়।”

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ব্রিজ বোর্ড সর্তক সরব নির্দিষ্ট নাগরদোলা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ব্রিজ ট্রাফিক নির্দিষ্ট নাগরদোলায়

ক. নিরাপদে পথ চলতে নিয়ম মানা দরকার।

খ. প্রতিদিন জায়গা থেকে বাস ছাড়ে।

গ. বৈশাখী মেলায় চড়েছিলাম।

ঘ. গ্রামের রেলপথে খালের উপর রেল থাকে।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

পার্ক	ক	্য	ক	অর্ক, তর্ক
ব্রিজ	্র	্ব	্জ	(র-ফলা) ব্রত, তীব্র
নির্দিষ্ট	ষ্ট	ষ	্ট	নষ্ট, কষ্ট
ঘট্টাধ্বনি	ণ্ট	ণ	্ট	কণ্টক, বণ্টন

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

- ক. ছবি ও ইঞ্জাজের ছোট মামার নাম কী ?
 খ. ট্রাফিক পুলিশ কীভাবে বৃদ্ধকে সাহায্য করলেন ?
 গ. জেব্রাক্সিং কেন ব্যবহার করা হয় ?
 ঘ. লেভেলক্সিং কী ?



৫. ঠিক উত্তরটি বাছাই করে বলি ও লিখি।

- ক. ট্রাফিক লাইটে লালবাতি দেখা গেলে পথচারীরা -
 ১. সম্পূর্ণ থেমে যাবে ২. একটু পরে চলবে
 ৩. রাস্তা পার হবে ৪. ডান দিকে যাবে

- খ. পায়ে হেঁটে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া যায় -
 ১. ফ্লাইওভার দিয়ে ২. সামনে পিছনে দেখে
 ৩. ট্রাফিক লাইট মেনে ৪. ফুটওভারব্রিজ দিয়ে

- গ. রাস্তার উপর সাদা-কালো দাগই -
 ১. লেভেলক্সিং ২. ফুটওভারব্রিজ
 ৩. জেব্রাক্সিং ৪. ফ্লাইওভার

- ঘ. উড়ালসেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় -
 ১. মজা পেল ২. আনন্দ পেল
 ৩. দুঃখ পেল ৪. কষ্ট পেল

৬. ছবি দেখি। কোনটি কী নির্দেশ করে মিলাই।



ট্রাফিক লাইট – নিয়মমাফিক
যানবাহন চলাচলের জন্য বাতি।

জেত্রাক্ষসিৎ – রাস্তা পারাপারের
জন্য দাগকাটা সাদা-কালো
জায়গা।

লেভেলক্ষসিৎ – রেলপথ ও
সড়কপথের সংযোগস্থল।

ফাইওভার – উড়ালসেতু।
রাস্তার উপর দিয়ে যানবাহন
চলাচলের সেতু।

৭. আরও কিছু সংকেত চিনে নিই।



সামনে হাসপাতাল
তেলু বাজানো নিরবেধ



৮. ছবি দুইটি মনোযোগ দিয়ে দেখি। কী লেখা আছে বুঝে পড়ে সবাইকে শোনাই।





খলিকা হ্রস্বত্ত আবু বকর (রা)

হ্রস্বত্ত মুহাম্মদ (স) এর যৃত্যান পর যে চারজন খলিকা হিসেবে, তাঁদেরকে খোলাকান্দে
যাণিদিস বলা হয়। হ্রস্বত্ত আবু বকর (রা) হিসেবে খোলাকান্দে যাণিদিসের প্রথম খলিকা।
তিনি ৫৭৩ খ্রিটার্কে মকাম কুরআইল বকশের তাইব গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার
নাম কুহায়া উসবান আব মাতাব নাম সালমা। অব্যাখ্যি হ্রস্বত্ত মুহাম্মদ (স) এর সর্বাধিক
প্রিয় সাহাবি হিসেবে হ্রস্বত্ত আবু বকর (রা)। নবিজি (স) এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব
হিল।

শিশুকাল থেকে আবু বকর (রা) কোষল হৃদয় ও সুস্মর চরিত্রের অধিকারী হিসেবে। তিনি
প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞানও হিসেবে তাঁর অসাধারণ। তিনি বড়
কবি, সুব্রতা ও দাসশীল হিসেবে।

তাঁর পিতা হিসেবে একজন বড় ব্যবসায়ী। শিক্ষাশেবে তিনি পিতার ব্যবসায় দেখাশোনা
করতেন। নবিজিকেও তিনি ব্যবসায় কাজে সাহায্য করতেন। মুহাম্মদ (স) সবুজ জাত
করার পর সৌধসে আল্লাহর বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। এতে অনেক বাবা-বিন্দু

আসতে লাগল। নবিজির দাওয়াত পেয়ে আবু বকর (রা) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতাও মহানবি (স) এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুখে-দুঃখে আবু বকর (রা) নবিজির সাথে ছায়ার মতো থাকতেন।

আবু বকর (রা) ছিলেন সাহসী ও প্রভাবশালী। তাই তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার করার সময় মক্কার অনেক লোক মহানবি (স) এর সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেছিল। সেই সময় আবু বকর (রা) মহানবি (স) কে সাহস যুগিয়েছিলেন। অনেক অত্যাচারও সহ্য করেছিলেন। মহানবি (স) কে কাফেররা হত্যা করতে চাইলে তিনি আল্লাহর আদেশে হ্যরত আবু বকর (রা) কে সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

আবু বকর (রা) নবিজির কাছে শুনেছিলেন ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া সওয়াবের কাজ। তাই তিনি নিজের অর্থে হ্যরত বিলাল (রা) এবং আরও অনেক ক্রীতদাস ক্রয় করে তাদেরকে মুক্তি দেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় হ্যরত আবু বকর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পদ মহানবি (স) কে দান করেন। নবিজি (স) অবাক হয়ে আবু বকর (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ?” তিনি বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।”

মহানবি হ্যরত মুহাম্মদ (স) এর ইত্তেকালের পর হ্যরত আবু বকর (রা) সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন গরিবের বন্ধু। নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন। খলিফা হয়েও তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। মহান সেবক ছিলেন খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা)। মহানবি (স) বলেছিলেন, “ইসলাম প্রচারে সামর্থ্য ও ধন সম্পদ দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন আবু বকর (রা)।”

আবু বকর (রা) ছিলেন দায়িত্বশীল মানুষ। কীভাবে সাধারণ মানুষের ভালো করা যায় এই ভাবনাই ছিল তাঁর। তিনি রাজকোষের রক্ষক ছিলেন। অভাবের জন্য উপোস করলেও তিনি রাজকোষের কিছু ভোগ করেন নি।

হ্যরত আবু বকর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মেয়ে আয়শা (রা) কে বলেছিলেন, “মা আয়শা, আমার কাছে রাষ্ট্রের একটি উট ও একজন দাস আছে। আমার মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি তা পরবর্তী খলিফা হ্যরত উমর (রা) এর নিকট পৌছে দিও। কোনো অবস্থাতেই ভুল করবে না।”

সত্য মহৎ মানুষ ছিলেন হ্যরত আবু বকর (রা)।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বংশ গোত্র খলিফা সাহাবি অসাধারণ নবুয়ত ক্রীতদাস
হ্যরত মুহাম্মদ (স) মহৎ আদর্শ বন্ধুত্ব সুবক্তা শক্রতা
ক্রয় রক্ষক ইন্তেকাল নিঃস্ব

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

হ্যরত মুহাম্মদ (স) মহৎ গোত্র নবুয়ত আদর্শ অসাধারণ ক্রীতদাস সাহাবি

- ক. শত্রু-মিত্র সবাইকে ক্ষমা করতেন।
- খ. আমরা মহানবি (স) এর অনুসরণ করে চলব।
- গ. মহানবি (স) এর প্রিয় ছিলেন আবু বকর (রা)।
- ঘ. বংশসূত্রে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিবারকে একত্রে বলে।
- ঙ. তিনি একজন প্রাণের মানুষ ছিলেন।
- চ. হ্যরত আয়শা (রা) গুণের অধিকারী ছিলেন।
- ছ. মহানবি (স) ৪০ বছর বয়সে লাভ করেন।
- জ. মহানবি (স) বলেছিলেন মুক্তি দেওয়া সওয়াবের কাজ।

৩. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

সমস্ত	স্ত	স	ত	প্রশস্ত, মস্ত
সম্পদ	ম্প	ম	প	সম্পর্ক, চম্পা

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। খালি জায়গায় ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রিয়	অপ্রিয়	বিশ্বাস	অবিশ্বাস	যুদ্ধ	শান্তি	বহুত্ব	শত্রুতা
--------	---------	---------	----------	-------	--------	--------	---------

- ক. হ্যৱত মুহাম্মদ (স) ছিলেন আল্লাহ তায়ালার বান্দা।
খ. আৱব দেশের মানুষ সামান্য কারণে কৱত।
গ. মহানবি (স) সকলকে কৱতেন।
ঘ. মক্কার অনেক লোক মহানবি (স) এৱে সাথে শুরু কৱেছিল।

৫. ছকেৱ বাম দিকেৱ চিহ্ন ব্যবহাৱ কৱে যেসব শব্দ মূল পাঠে আছে সেগুলো খুঁজে বেৱ কৱি এবং খালি জায়গায় আৱও শব্দ লিখি।

ৱ-ফলা (ঁ)	শ্রিষ্টাদে		
ঘ-ফলা (ঃ)	সাহায্যে		
ঝেফ-ৱ (ঁ)	সৰ্বাধিক		

৬. এক কথায় জেনে নিই এবং শব্দগুলো দিয়ে একটি কৱে বাক্য লিখি।

- যা সাধাৱণ নয় – অসাধাৱণ |
ৱক্ষা কৱেন যিনি – ৱক্ষক |
অনেক জ্ঞান আছে যাঁৱ – জ্ঞানী |

৭. ঠিক উত্তৱটি বাছাই কৱে বলি ও লিখি।

ক. খোলাফামে রাশিদিনেৱ প্ৰথম খলিফা কে ছিলেন?

১. হ্যৱত আলী (রা)
২. হ্যৱত আবু বকৰ (রা)
৩. হ্যৱত উমৱ (রা)
৪. হ্যৱত উসমান (রা)

খ. হযরত আবু বকর (রা) তাবুক যুদ্ধের সময় মহানবি (স) কে কী দান করেছিলেন?

১. একটি উট
২. একজন ক্রীতদাস
৩. সমস্ত সম্পদ
৪. ব্যবসার অর্থ

গ. মহানবি (স) কেন মদিনায় হিজরত করেছিলেন?

১. রাজকোষের সম্পদ ভোগ করতে
২. আল্লাহর আদেশ পালন করতে
৩. ব্যবসায় দেখাশোনা করার জন্য
৪. ক্রীতদাসদের মুক্তি করার জন্য

৮. মুখ্য মুখ্য উত্তর বলি ও লিখি।

ক. খোলাফায়ে রাশিদিন কাকে বলে ?

খ. হযরত আবু বকর (রা) কে ছিলেন ?

গ. তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

ঘ. তাঁর মাতা এবং পিতার নাম কী ?

ঙ. পুরুষদের মধ্যে কে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ?

চ. নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স) কী করলেন ?

ছ. ক্রীতদাসকে মুক্তি দিলে কী হয় ?

জ. কখন হযরত আবু বকর (রা) সমস্ত সম্পদ দান করেন ?

ঝ. মৃত্যুর পূর্বে তিনি মেয়ে আয়শা (রা) কে কী বলেছিলেন ?

ঞ. হযরত আবু বকর (রা) কবে মৃত্যুবরণ করেন ?

শব্দের অর্থ জেনে নিই

শব্দ

অর্থ

অ

অকুতোভয়
অধিনায়ক
অপেক্ষা
অভিভ্রতা
অমর
অরণ্য
অবৃণ
অস্থির
অসুস্থ
অসাধারণ

- ভয় নেই এমন।
- দলপতি, দলনেতা।
- প্রতীক্ষা, স্বুর।
- দেখা ও জানার মাধ্যমে লাভ করা জ্ঞান।
- যার মৃত্যু নেই, চিরদিনের জন্য স্মরণীয়।
- গাছপালায় ভরা বন জঙ্গল।
- সকালের সূর্য।
- চতুর্বল।
- সুস্থ নয়, ঝুঁঘ, পীড়িত।
- যা সাধারণ নয়।

আ

আত্মীয়
আত্মত্যাগ
আদেশ
আদর্শ
আপন
আর্টবোর্ড

- আপনজন।
- নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা।
- ঝুকুম।
- অনুসরণীয়, মেনে চলার যোগ্য, নীতি, ন্যায়।
- নিজ।
- ছবি আকার শক্ত কাগজ।

ই

ইন্টেকাল

- মৃত্যু।

উ

উজির
উত্তলা
উষা

- মন্ত্রী।
- ব্যাকল, অস্থির।
- ভোরীবেলার সূর্য।

উ

উক্ষর

- উপরের দিক।

এ

এক্ষুনি

- এখনি, একটুও দেরিতে নয়।

ক

ক্রয়
কাঞ্চান
কারুকাজ
কারখানা

- কেনা, খরিদ।
- জাহাজের অধ্যক্ষ বা পরিচালক।
- সুন্দর কাজ, শিল্প।
- যে স্থানে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হয়।

কিরণ
কিশোর
কঠিন
কবি
কবে
কৃত
কল্যাণ
কড়ি নেই কড়া নেই
কুঝো
ক্রীতদাস

- আলো।
- ১১ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছেলে।
- শক্তি।
- যিনি কবিতা লেখেন।
- কখন।
- কখনো।
- মঙ্গল।
- টাকা পয়সা নেই।
- যার পিঠ বাঁকা ও ফোলা।
- কেনা গোলাম।

খ

খাটা
খিদে
খেয়াল
খলিফা
ক্ষুধার্ত

- পরিশ্রম করা।
- ক্ষুধা।
- ইচ্ছা।
- খেদমতকার।
- যার খিদে পেয়েছে।

গ

গুটি
গর্ব
গ্রীষ্ম
গগন
গাছগাছালি
গোধূলি
গুরুজন
গোলা
গোত্র

- ছোট ছোট দানা বা গোলাকার বস্তু।
- অহঙ্কার।
- গরমের কাল।
- আকাশ।
- নানা ধরনের গাছ ও লতা।
- সূর্য ডোবার সময়।
- সমাজীয় ব্যক্তি।
- গোল আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ।
- গোষ্ঠী

চ

চথলে
চাল
চেতনা

- স্থির নয় যা।
- কৌশল।
- জ্ঞান, বোধ।

ছ

ছোপ
ছড়া
জ
জিজ্ঞাসা
জিরিয়ে
জন
জন-প্রাণী

- দাগ, রং।
- এক ধরনের ছোট কবিতা।
- জানার ইচ্ছা।
- বিশ্রাম করে।
- সাধারণ মানুষ।
- মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী।

জবাৰ

ৰ

ঝাঁক

ঝঁটি

ট

টগবগে

টালমাটাল

টুটাব

ষ

যুদ্ধ

ত

তচ্ছনি

তিমিৰ

তেজ

তাঁতি

থ

থথৰ

থমথমে

দ

দানব

ধ

ধৰণী

ন

নকশা

নাইওৱ

নাগরদোলা

নাজিৱ

নাঞ্চানাবুদ

নায়ক

নি-ঘাটা

নিম্র

নিম্নে

নিৰ্দিষ্ট

নিৰিষ্ণে

নবীন

নিঃস্ব

— উন্নৰ ।

- পাখি, মাছ, মাছি ইত্যাদিৰ দল বা পাল ।
- খোপা, মাথাৰ উপৰে গোছা কৰে বাঁধা চুল ।

- গৱম হয়ে উঠা, রাগে উন্ডেজিত হয়ে উঠা ।
- টলমল অবস্থা ।
- ভাঙব, দূৰ কৱব ।

— লড়াই ।

- তখনই ।
- অম্বকাৱ ।
- শক্তি, জোৱ ।
- কাপড় বোনে যে ।

— থৰ থৰ ।

— বিপদেৱ ভয়ে নীৱব অবস্থা ।

— অসুৱ, দৈত্য ।

— পৃথিবী ।

— চিত্ৰেৱ কাঠামো, ডিজাইন ।

— বিবাহিতা নারীৱ বাপেৱ বাঢ়ি গমন ।

— এক রকমেৱ দোলনা ।

— রাজাৰ কৰ্মচাৱী ।

— নাজেহাল ।

— নেতা, পৰিচালক ।

— যেখানে ঘাট নেই, যেখানে নৌকা ভিড়ানোৱ জায়গা নেই ।

— মায়া ও মমতাইন ।

— নিচে ।

— নিৰ্ধাৰিত ।

— নিৱাপদে, বাধাহীনভাৱে ।

— নতুন ।

— কপৰ্দকহীন, থালি ।

নবুয়ত

প

প্রাতে

প্রিয়

প্রচন্ড

প্রতিবেশী

প্রভাত

প্রশস্ত

পাইক

পাঠ

পাঠশালা

পালক

পিরিয়ড

পটুয়া

পণ

পূর্বদেশ

পরিখা

পুরস্কার

পঁচ

ক

ফাঁকি

ব

বন্ধুত্ব

ব্যাপার

ব্যয়াম

ব্যবসায়

ব্রিজ

ব্রতচারী

বৰ্ধিক

বিন্দ্যাচল

বিস্তাদ

বীর

বীরশ্রেষ্ঠ

— আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য আদেশ পাওয়া।

— সকালে।

— পছন্দ করা হয় এমন।

— ভয়ানক।

— পড়শি, কাছাকাছি বসবাস করে ঘারা।

— সকাল।

— চওড়া, প্রসারিত, বিস্তৃত।

— লাঠিয়াল, পেয়াদা।

— পড়া।

— বিদ্যালয়।

— পাখির শরীর বা পাখার আবরণ।

— বেঁধে দেওয়া সময়।

— চিত্রকর, যে পট বা ছবি আঁকে, গ্রামের সাধারণ ছবি আকিয়ে।

— প্রতিজ্ঞা, শপথ।

— পূর্ব দিকে আছে এমন দেশ।

— শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে মাটির মধ্যে তৈরি গর্ত।

— ব্যক্ষিশ।

— মাথানো, লেপা।

— কাজে অবহেলা।

— যার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে।

— বিষয়, কাজ।

— স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক কসরত।

— কারবার, বাণিজ্য।

— সেতু, পুল।

— দেশ সেবায় যারা ব্রত পালন করে।

— বছর বিষয়ক, প্রতি বছরের শেষে হওয়া।

— বিন্দ্যা পর্বত।

— কোনো স্বাদ নেই।

— বলবান, সাহসী।

— মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্যে দেওয়া বিশেষ উপাধি।

বিরক্ত

বেজায়

বেপরোয়া

বোর্ড

বনবাসে

বনভোজন

বরকন্দাজ

বল

বংশ

বিষ্ণীন

ত

ভাষাশহিদ

ভূষিত

অমণ

ম

মুকুল

মুকুল ফৌজ

মগডাল

মাতৃভাষা

মাদরাসা

মাদল

মিছিল

মিছামিছি

মুশকিল

মহৎ

র

রক্ষক

রাধা

রাইফেল

রাংতা

- অসন্তুষ্ট ,জ্বালাতন
- খুব ।
- ভয়হীন, কোনো বাধা নিষেধ মানে না এমন ।
- ফলক, রাস্তায় চলাচলের নিয়ম লেখা ফলক ।
- বনে বাস করার জন্য পাঠানো এক ধরনের শাস্তি ।
- চড়ুইভাতি ।
- যে সেপাইয়ের সঙ্গে বন্দুক থাকে ।
- শক্তি ।
- কুল ।
- বিস্তার, প্রসার ।

- বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন ।
- অলংকৃত ,সজ্জিত ।
- বেড়ানো ।

- কঁড়ি, আমের বউল ।
- শিশু কিশোর সংগঠনের নাম ।
- গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল ।
- মায়ের মুখ থেকে শিশু যে ভাষা শেখে ।
- ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্র ।
- ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র ।
- শোভাযাত্রা ।
- কোনো কারণ ছাড়া, খামোথা ।
- অসুবিধা ।
- উদার ।

- রক্ষাকর্তা ।
- রান্না করা ।
- বন্দুক, এক ধরনের হাতিয়ার ।
- ধাতুর খুব পাতলা পাত ।

শ

শ্যামল
শ্যামন
শখ
শত্রুতা
শৈশব
শস্য

- শ্যাম বা সবুজ বর্ণের।
- মৃতদেহ পোড়ানোর স্থান।
- পছন্দ, আগ্রহ।
- বিরোধিতা।
- ছেটবেলা, শিশুকাল।
- ফসল।

স

সংসার
স্বাধীন
স্বাধীনতা
সংগঠন
সরব
সাধ
সুবক্তা
সামলিয়ে
সেথা
সেনাশাসক
সজীব
সততা
সমাহিত
সঁটা
সাহাবি
স্থির
সতর্ক

- পরিবার, ঘরকন্না।
- মুক্ত।
- বাধাহীনতা, মুক্তি।
- কিছু লোক মিলে গড়ে তোলা দল।
- আওয়াজ, শব্দ করে।
- ইচ্ছা।
- সুন্দর বক্তব্য দেন যিনি।
- এড়িয়ে।
- সেখানে।
- দেশের শাসক হিসাবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা।
- সতেজ, জীবন্ত।
- সাধুতা।
- কবরে শায়িত।
- লাগানো, যুক্ত করা।
- সাথি।
- অবিচল, দৃঢ়।
- সাবধান।

হ

হইচই
হ্যরত মুহাম্মদ (স)
হুকুম
হাসির রেখা
হাসপাতাল
হেন
হেলা
হোচ্ট

- সাড়া, গোলমাল।
- নবিজি, নবি, মহানবি।
- আদেশ।
- হাসির চিহ্ন।
- চিকিৎসালয়।
- এরূপ, এরকম।
- অবহেলা।
- চলার সময় পা আটকে যাওয়া।

সমাপ্ত

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৩ - বাংলা



শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

পরনিন্দা ভালো নয়



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য